খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মহাখালী
ফ্লাইওভার

খিলগাঁও
ফ্লাইওভার

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

মিরপুর-বনানী-এয়ারপোর্ট
ফ্লাইওভার

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। মিরপুর ফ্লাইওভার, হাতিরঝিল প্রকল্প, হানিফ ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, ইউলুপ, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার, চার লেন বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড রিং রোড প্রকল্প প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নগরীকে যানজট মুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

রচনা

রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড মার্টিন অধিকারী
মো. মাহমুদ হোসেন
শিউলী ক্লারা রোজারিও
সুইটি বৃজেট গোমেজ
ব্রাদার সুমন জে. কস্তা, সিএসসি
অধ্যাপক মো. মোসলে উদ্দিন সরকার (সমন্বয়ক)

নিরীক্ষণ

ড. ডেনিস এম. দাস
ড. ফাদার তপন সি. ডি' রোজারিও
সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ ও চিত্রণ

ক্যারোলিন কক্স

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ বাইবেল এর চিত্রকর

শেষ প্রচ্ছদ

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

Adoration of the Magi (১৪৮১) অবলম্বনে

চিত্রলৈখিক নকশা প্রণয়ন

মো. মাহমুদ হোসেন

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

মো. মাহমুদ হোসেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তোমার জন্য কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার এই নতুন বইয়ে স্বাগত জানাই!

যীশু শিশুদের কী পরিমাণ ভালোবাসতেন তোমরা কি তা জানো? একটা গল্প বলি। একবার কয়েকজন মা তাদের সন্তানদের নিয়ে যীশুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। অপেক্ষার পর যীশুর কাছাকাছি যখন তারা পৌঁছালেন যীশুর চারপাশে থাকা শিষ্যেরা বললো, "এই ছেলে-মেয়েদের যীশুর কাছে কেনো নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? তারা তো যীশুর কথা বুঝতে পারবে না! এটা বাচ্চা-কাচ্চার জায়গা নয়। বিরক্ত করবেন না।" যীশু বুঝতে পারলেন কী ঘটছে, তিনি শিষ্যদের বকা দিলেন। বললেন, "শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বারণ কোরো না।" শিশুরা সবাই নির্ভয়ে যীশুর কাছে গেলো এবং যীশু তাদের জড়িয়ে ধরলেন, অ-নে-ক গল্প করলেন! পবিত্র বাইবেলে লূক ১৮:১৬ এবং ১৭ পদে লেখা আছে, যীশু বলছেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এই শিশুদের মতো লোকেদের জন্য। যারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবাইকে এই শিশুদের মতো হতে হবে।"

যীশু তোমাকেই এই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন, ভালোবাসেন এবং বলেন যে, তোমাকে স্বাগত জানানো হলে, যীশুকেই স্বাগত জানানো হয়! এর চেয়ে আনন্দের আর কোনো কথা কি থাকতে পারে?

তোমাদেরকে জানাই, এটা একটা নতুন বই। এই বইটা এবং এর সাথে তোমাদের শিক্ষক যেভাবে পড়াবেন বা পড়াচ্ছেন তা একটা নতুন উপায়ে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা তোমাদের মাঝে দাঁড় করাতে চায়। এর একটা গালভরা নাম আছে: "অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন" বা ইংরেজিতে "experiential learning" (উচ্চারণ হবে এভাবে: "এক্সপেরিয়েন্শিয়াল্ লার্নিং")। কিন্তু আসল কথা কি জানো? এই নতুন ধরনের শিক্ষা তোমাকে কিছু অভিজ্ঞতা বা মজার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ এই নতুন ধরনের শিক্ষাটি বিশ্বাস করে যখন কোনো কিছু আনন্দ নিয়ে করি, আমরা "প্রকৃত শিক্ষা" লাভ করি। "প্রকৃত শিক্ষা" আমাদের দয়ালু করে, ভালোবাসতে শেখায়, জানায় যে যীশুর বলা শিশুর রাজ্যের যত্ন বা দেখভাল করার দায়িত্ব শিশুদেরই।

তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা!
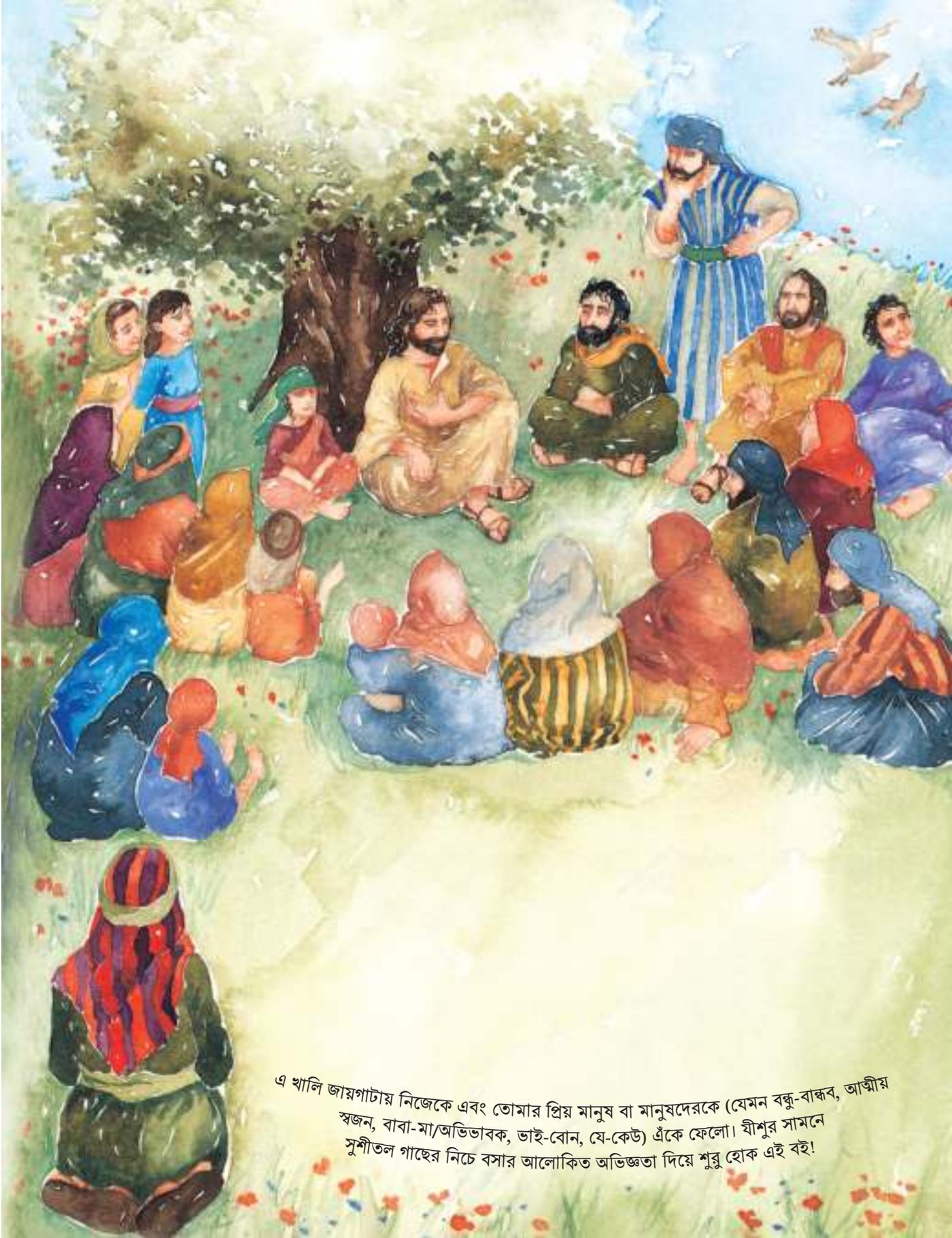
এ খালি জায়গাটায় নিজেকে এবং তোমার প্রিয় মানুষ বা মানুষদেরকে (যেমন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, বাবা-মা/অভিভাবক, ভাই-বোন, যে-কেউ) এঁকে ফেলো। যীশুর সামনে সুশীতল গাছের নিচে বসার আলোকিত অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হোক এই বই!

কীভাবে এই বইটা পড়বে

এই বইটা পড়া একদম সহজ কিন্তু! তুমি যেকোনো সময় বইটা খুলে পড়া শুরু করতে পারো (আর কতো সুন্দর সুন্দর ছবি আছে দেখেছো?)। একটা কথা তোমাকে বলি, এই বইটি একদম নতুনভাবে লেখা হয়েছে। এই বই তোমাকে যীশুর জীবনের গল্প বলবে; অনেক অনেক মজার কাজ করতে বলবে (কয়েকটা একটু কম মজারও হতে পারে); শিক্ষক তোমাকে এবং তোমার সহপাঠীদের বেড়াতে নিয়ে গেলে তোমাকে কী করতে হবে তা বলবে; মাঝে মাঝে বাবা-মা/অভিভাবক বা আত্মীয়ের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা করতে বলবে। সব মিলিয়ে এই বইটায় কোনো পাঠ ১-পাঠ ২ নেই, অনুশীলনী নেই, কোনো বহুনির্বাচনি-বর্ণনামূলক প্রশ্নও নেই। কি? বলেছিলাম না, এই বইটা পড়া কিন্তু একদম সহজ!

তোমার কাছে যেমন এই বইটা আছে, তোমার শিক্ষকের কাছেও একটা বই আছে, যেটার নাম শিক্ষক সহায়িকা । তোমাদের কীভাবে এই নতুন ধরনের শিক্ষাটা তিনি দিবেন ঐ বইটায় তা বিস্তারিত লেখা আছে। তোমাকে এই কথাটা বলছি কারণ তোমার বইটা কিন্তু তোমার শিক্ষকের কাছে নেই। তোমার এই বইটা সেই অর্থে কিন্তু অসাধারণ!

এই বইয়ে "অধ্যায়" বা "পাঠ" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি। বইটি পুরো ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য তোমাকে মোট তিনটি যোগ্যতা অর্জনের উপায় করে দিতে চায়। এই তিনটি যোগ্যতা তোমাকে তিনটি "অঞ্জলি" দিয়ে জানানো হচ্ছে: "অঞ্জলি ১" থেকে "অঞ্জলি ৩", এভাবে। আর "অঞ্জলি" শব্দটার মানে তোমাকে বলে রাখি, অঞ্জলি মানে দুই হাত একসাথে করে রাখা (দেখো, একটা ছবি দেওয়া আছে), যেমনটি আমরা করি কোনো কিছু নেওয়া বা দেওয়ার সময়। আর "অঞ্জলি" মানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য, উপহার, দান, অর্পণ ও উৎসর্গ করা। আমরা আমাদের অঞ্জলি বা দুই হাত একসাথে উর্ধ্বে তুলে নিজের নৈবেদ্য ঈশ্বরের নিকট অর্পণ করি। আমাদের জ্ঞানার্জন সবই যেন ঈশ্বরের গৌরব ও অন্যের মঙ্গলার্থে নিবেদিত হয়।

প্রতিটি অঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোর নাম হলো "উপহার" যা প্রতিটি সেশনে তোমার কাজে লাগবে। তোমার শিক্ষক তোমাকে কখনও কখনও এই বইটায় থাকা কিছু কাজ করতে বলবেন। তখন তিনি পৃষ্ঠা নম্বর বা অঞ্জলি কতো তা জানালে সে অনুযায়ী শিক্ষকের বলা অংশটি খুঁজে বের করবে। কখনও এই বইটা ব্যবহারের সময় সমস্যায় পড়লে তোমার বাবা-মা/অভিভাবক বা শিক্ষককে জানাও। তারা অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই বইটিতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দগুলোর যে বানান তুমি দেখতে পাবে তার ভিন্ন কিছু রূপ হয়তো তুমি অন্য বই বা কোথাও দেখতে পারো। সে রূপগুলো যাতে তুমি সহজে বুঝতে পারো তাই এরকম ভিন্ন বানানের একটি তালিকা এই বইটির শেষে দেওয়া আছে।

তোমার জন্য অনেক শুভকামনা।

আরও কিছু সুন্দর বই!

তোমাকে আরও কিছু সুন্দর বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। তোমার স্কুলে বা কাছাকাছি কোনো পাঠাগারে এই বইগুলো দেখতে পাবে। হাতে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখবে কী দারুণ বই এগুলো!
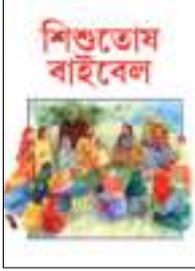
শিশুতোষ বাইবেল

প্যাট আলেক্সান্ডার, ক্যারোলিন কক্স
২০১৯, নবম সংস্করণ
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি
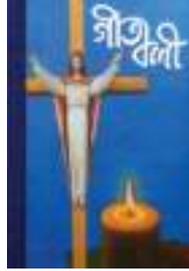
গীতাবলি

২০১৯, ত্রয়োবিংশ সংস্করণ
প্রতিবেশী প্রকাশনী

১০১টি প্রিয় গল্প

ইউরা মিলার ও অন্যান্য
২০১৮, চতুর্থ বাংলাদেশ সংস্করণ
টি. জি. এস. ইন্টারন্যাশনাল,
লাইট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ধর্মগীত

২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ
বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
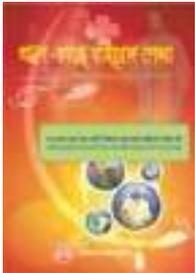
গল্প-কাজে বাইবেল শেখা

রেভারেন্ড ডেভিড অনিরুদ্ধ দাশ ও অন্যান্য
২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ
জাতীয় চার্চ পরিষদ্ বাংলাদেশ

পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নতুন নিয়ম

২০০০
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

২০১৩, চতুর্দশ সংস্করণ
খ্রীষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার

মঙ্গলবার্তা বাইবেল: নব-সন্ধি

সজল বন্দোপাধ্যায়;
খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো, এস. জে.
২০০৩
জেভিয়ার প্রকাশনী

সূচিপত্র

অঞ্জলি ১

অঞ্জলি ২

অঞ্জলি ৩

১

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই “অঞ্জলি” চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে বেশ কিছু মজার ঘটনা এবং কাজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি হয়তো কোথাও ঘুরতে যাবে, বিভিন্ন মজার activity করবে, এবং তুমি হয়তো তোমার সহপাঠীদের সাথে দারুণ কোনো একটি নাটিকা মঞ্চায়ন করবে। আর এই অঞ্জলিতে তুমি জানতে পারবে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো।

তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি, নাটিকাটিতে কিন্তু তুমি স্বর্গদূত গাব্রিয়েল বা মা মরিয়ম (মারীয়া) এর ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেতে পারো!

উপহার ১-২

ঘুরতে যাওয়া

এই অঞ্জলির অংশ হিসেবে শিক্ষক তোমাকে তোমার সহপাঠিদের সাথে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে তোমার বন্ধুদের সাথে ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখবে। শিক্ষক যা নির্দেশনা দেন তা মন দিয়ে শুনবে। শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলে তোমার উত্তর জানা থাকলে উত্তর দিতে পারো। আর তোমার মনে কোনো প্রশ্ন আসলে তুমি তা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। একটা কথা তোমাকে বলি, প্রশ্ন করায় লজ্জার কিছু নেই। তাই তোমার মনে কোনো প্রশ্নের উদয় হলে তুমি শিক্ষককে নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারো।

শিক্ষক যদি তোমাদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যান তবে নিজের এবং তোমার পাশের বন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করো। মনে রেখো তুমি কিছু কাজ নিজে নিজে করতে পারো, ঘরে-বাইরে কিছু কাজও তুমি নিশ্চয়ই করো বা করেছো। তাই তোমার উপর তোমার শিক্ষক, তোমার বাবা-মা/অভিভাবক এবং প্রিয় সকল মানুষের আস্থা আছে। যে কাজ তুমি জানো যে ভুল, তা করতে যেয়ো না। নিজের এবং পাশের বন্ধুর যত্ন নিও।

এই ঘুরে দেখবার সময় তোমার প্রধান কাজ হলো চারপাশের সকল কিছুকে মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করা, সৌন্দর্য বোঝার চেষ্টা করা। আমরা সুন্দর কোনো জায়গায় থাকার পরও বিভিন্ন ব্যস্ততায় ঐ জায়গার সৌন্দর্য ধারণ করতে ব্যর্থ হই। আমাদের মনোযোগ দিয়ে সৌন্দর্যকে খুঁজতে ও দেখতে হয়। তাই শিক্ষক যখন চারপাশের সুন্দর সবকিছু দেখান, মন দিয়ে দেখো। আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। তোমার চারপাশের সকল কিছু স্রষ্টার সৃষ্টি। তুমিও।

উপহার ৩-৪

তোমার আর কী কী রূপ বা পরিচয় আছে

তোমার একটি পরিচয় তুমি ....(তোমার স্কুলের নাম লেখো).................. এর ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। এর বাইরেও তোমার কিন্তু আরও একাধিক রূপ বা পরিচয় থাকতে পারে। তোমার এরকম কী কী পরিচয় আছে তা জানার জন্য শিক্ষক তোমাকে একটি কাজ দিতে পারেন। এই কাজটি এভাবে শুরু করো: প্রথমেই নিজে নিজে ভেবে দেখো তো তোমার আর কোনো রূপ আছে কি না। ভাবনাটা কীভাবে চালাতে পারো, তার একটা খেলা নিচে দেওয়া আছে, দেখো। লেখার জন্য রাখা খালি জায়গায় (..............) তুমি কলম বা পেনসিল দিয়ে

এখান থেকে শুরু

তুমি

তোমার কাজিন → নাই
তোমার কাজিন → আছে → তারা তোমাকে কীভাবে ডাকে? → ....
তাহলে এটা তোমার একটি পরিচয়

তোমার ভাই/বোন → নাই
তোমার ভাই/বোন → আছে → তারা তোমাকে কীভাবে ডাকে? → ....
তাহলে এটা তোমার একটি পরিচয়

তোমার ভাগিনা/ভাগিনী → নাই
তোমার ভাগিনা/ভাগিনী → আছে → তারা তোমাকে কীভাবে ডাকে? → ....
তাহলে এটা তোমার একটি পরিচয়

তোমার ভাতিজা/ভাতিজি → নাই
তোমার ভাতিজা/ভাতিজি → আছে → তারা তোমাকে কীভাবে ডাকে? → ....
তাহলে এটা তোমার একটি পরিচয়

লিখতে পারো। যদি এই খেলার শেষে তোমার সবগুলো উত্তর “না” আসে, তবে মন খারাপ করার কিছু নেই। যীশু এই খেলাটা খেললেও তাঁর সবগুলোর উত্তর “না” আসতো।

এরপর তোমার বাবা-মা/অভিভাবককে জিজ্ঞেস করতে পারো যে তোমার কী কী পরিচয় আছে (একটা পরিচয় কিন্তু তুমি তাদের পোষ্য বা সন্তান)। তোমার বাবা-মা/অভিভাবক তোমার প্রশ্নটি বুঝতে না পারলে নিচের ঘরের লেখাটি দেখাও।

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান বা পোষ্য আপনার ছেলে বা মেয়ে ▯ এটা তার একটি পরিচয়, আরও পরিচয় হতে পারে সে কারো কাজিন, মাসতুতো ভাই বা পিসাতো বোন বা আরও অন্য কিছু। আপনার সন্তান বা পোষ্যকে এজাতীয় পরিচয়গুলো বলুন।

আরেকটা কথা, ভেবে দেখো তো, এই পরিচয়গুলোর পাশাপাশি গভীর আর কোনো পরিচয় কি তোমার আছে? তোমাকে বলি, তুমি যদি সবার প্রতি দয়ালু হও, যত্নশীল হও, কাউকে কষ্ট না দাও, তাহলে তোমার গভীর একটি পরিচয় হতে পারে তুমি “দয়ালু”। সবাই কিন্তু তোমাকে তখন দয়ালু একজন মানুষ হিসেবেই মনে রাখবে বা স্মরণ করবে।

উপহার ৫-৬

উপস্থাপন বা Presentation

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তোমার বের করা ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা পরিচয়গুলো উপস্থাপন করতে বলতে পারেন। এই উপস্থাপন করার সময় কিছু কাজ তোমাকে ঠিকমতো করতে হবে। যেমন তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিকঠাক আছে কি না (তুমি যদি নিজের কাপড় নিজে ধোও, তাহলে ভালো করে ধুবে যাতে ময়লা না থাকে আর যদি অন্য কেউ ধুয়ে দেয় তবে তাকে ধন্যবাদ দিও ভালো করে ধোয়ার জন্য)। শিক্ষকের দেওয়া নির্দেশনা মতন উপস্থাপন করবে যে সকল তথ্য তিনি চেয়েছেন তা ঠিকমতো উপস্থাপনে বলবে। আর সব বলতে হবে পরিষ্কার কণ্ঠে। খেয়াল রাখবে যে, তোমার কথা যারা শুনছে তারা যাতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

যদি একক উপস্থাপন হয়, মানে তুমি একা উপস্থাপন করবে এমন হয় তবে তোমার ক্রম বা roll number আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর দলগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহপাঠী বা বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে উপস্থাপন করবে।

তোমার সহপাঠী বা বন্ধুদের বিভিন্ন পরিচয়গুলো তাদের উপস্থাপন থেকে জেনে নিচে লিখে ফেলতে পারো।

উপহার ৭

খেলা এবং পোস্টার

শিক্ষক তোমাদের মজার একটি খেলা খেলতে বলতে পারেন। খেলাটা কার্ড দিয়ে খেলা হতে পারে। শিক্ষকের দিকনির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শোনো। এরপর আনন্দ করে সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে খেলাটায় অংশগ্রহণ করো।

খেলা শেষে শিক্ষক একটি পোস্টার দেখাতে পারেন। পোস্টারটি মন দিয়ে দেখো। পোস্টারের শিরোনাম হলো "পবিত্র ত্রিত্ব Holy Trinity", যার "ত্রিত্ব" শব্দটি তোমার কাছে নতুন লাগতে পারে। "ত্রিত্ব" শব্দটি অর্থ দিয়ে বোঝা হয়তো কঠিন। তাই শিক্ষকের দেখানো পোস্টারটি দেখে তোমার মনে প্রশ্ন আসলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। এই পবিত্র ত্রিত্ব কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়।

শিক্ষকের দেখানো পোস্টারটি তুমি নিচে এঁকে ফেলতে পারো।

উপহার ৮-১৪

খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়

প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন চলো খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ একটু জানা যাক্। তোমাদের শিক্ষকও এই বিষয়ে জানাবেন, মজার মজার animation দেখাবেন। কিন্তু তার পাশাপাশি এখানেও বিষয়গুলো তোমরা চাইলে পড়তে পারো। যখনই কোনো কিছু বুঝতে কষ্ট হবে তোমার বাবা-মা/অভিভাবক বা ভাই/বোন বা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। কোনো ছবি দেখে মনে প্রশ্ন আসলেও জিজ্ঞেস করতে পিছপা হবে না।

তুমি চাইলে নিচের link-গুলো থেকে তোমার বাসায় যদি কম্পিউটার থাকে সেখানে অথবা তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের স্মার্টফোনে শিক্ষকের দেখানো video-গুলো দেখতে পারো।

The Beginner's Bible: www.youtube.com/c/TheBeginnersBible/
Saddleback Kids: www.youtube.com/c/SaddlebackKids/videos
BibleProject: bibleproject.com/explore/

খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর একজন। কিন্তু তিনি তিন ব্যক্তিরূপে আছেন, যা হলো: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর (যীশু), এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

পিতা ঈশ্বর — সৃষ্টিকর্তা

তুমি যে এত সুন্দর পৃথিবীতে বাস করছো কখনও কি চিন্তা করেছো, কে এ অপরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? দিনের আলোর জন্য সূর্য, রাতের জন্য চাঁদ ও তারা, আকাশ, নদী-সাগর, মহাদেশ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর। তিনি ছয়দিন ধরে এ সুন্দর পৃথিবীর সব সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে সৃষ্টি সম্পর্কে কী লেখা আছে চলো তা দেখে আসি।

সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
আদিপুস্তক ১: ১

ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক।" আর তাতে আলো হলো। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন, আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এইভাবে সন্ধ্যাও গেলো, সকালও গেলো, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।
আদিপুস্তক: ১:৩-৫

আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক। পরে ঈশ্বর তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।
আদিপুস্তক: ১:২৬-২৭

এই ভাবে মহাকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যকার সব কিছুই তৈরি করা শেষ হল। ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি আশীর্বাদ করে নিজের উদ্দেশ্যে আলাদা করলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোনো সৃষ্টির কাজ করেননি।
আদিপুস্তক ২: ১-৩

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

সৃষ্টির সৌন্দর্য, বিশালতা, বৈচিত্র্য ও রহস্য নিয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র কাজ মানুষসহ ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকে সম্মান ও যত্ন করা। আমরা যেন কখনও সৃষ্টির কোন কিছুই ধ্বংস না করি, অপচয় কিংবা অপব্যবহার না করি। বাইবেলে এ কথা লেখা আছে যে প্রতিদিন ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষে বলেছেন, “উত্তম”। মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি বলেছেন “অতি উত্তম” (আদিপুস্তক ১:২৫, ৩১ ইত্যাদি পদ)। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর সৃষ্টির লালন পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন। সৃষ্টিকে ধ্বংস করার অর্থ আমাদের নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনা। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

স্রষ্টার বিস্ময়কর একটি সৃষ্টি হল “বাতাস”, যা ব্যতীত আমরা কেউই এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না। সমস্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলমান রাখতে, ঈশ্বর জীবন্ত সবকিছুকে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। খ্রীষ্টধর্ম আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে স্রষ্টারূপে ঈশ্বর শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মুখের কথাতেই তা করেছেন।

পুত্র ঈশ্বর — পাপীর পরিত্রাতা

একটা মজার গল্প বলি। নাসরতের এক ছোট্ট গ্রামে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল সেই গ্রামের এক অপরূপ কুমারী, মরিয়ম (মারীয়া)-কে দেখা দিয়ে বলেন যে, সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে। জানো তার নাম কী রাখা হয়েছে? তাঁর নাম যীশু। তিনিই পাপীর পরিত্রাতা। এবার এসো এ সম্পর্কে বাইবেলে কী আছে তা দেখি।

ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের যোষেফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, “প্রভু তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।”

এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম শুভেচ্ছার মানে কি। স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন। তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন।
লূক ১:২৬-৩২

যীশু থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না। তোমরা যদি আমাকে জানতে তবে আমার পিতাকেও জানতে। এখন তোমরা তাঁকে জেনেছ আর তাঁকে দেখতেও পেয়েছ।”

ফিলিপ যীশুকে বললেন, “প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হব।”

যীশু তাঁকে বললেন, “ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জানতে পার নি? যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। তুমি কেমন করে বলছ, ‘পিতাকে আমাদের দেখান’?
যোহন ১৪:৬-৯

পবিত্র শাস্ত্রের কথামত যীশু খ্রীষ্টই সেই পাথর, যাঁকে রাজমিস্ত্রিরা, অর্থাৎ আপনারা বাদ দিয়েছিলেন; আর সেটাই সবচেয়ে দরকারি পাথর হয়ে উঠল। পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।
শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৪:১১-১২

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

বাইবেলে আছে যে, মানুষ পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। পাপের ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছে। আমরা বাবা-মায়ের কথা না শুনলে তারা কষ্ট পান। তেমনি পিতা ঈশ্বর আমাদের অবাধ্যতার জন্য দুঃখ পান। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন। কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়; তিনি চান না যে, মানুষ নরকে যাক। তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে নিজ পুত্রকে মানুষরূপে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

পুত্র ঈশ্বর যীশুর জন্মের বিষয়ে স্বর্গদূত, পিতা যোষেফকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, “তুমি তাঁর নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।” পুত্র ঈশ্বর পাপীর পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হলেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর — আত্মিক নবায়নকর্তা

তুমি নিশ্চয়ই যীশুর পুনরুত্থানের গল্প শুনেছ। এখন তোমাকে আরেকটা গল্প বলতে চাই। গল্পটি শুনে তুমি আশ্চর্য না হয়ে পারবে না। যীশু স্বর্গে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি বলে গেলেন যে, তাঁর প্রিয় শিষ্যদের একা রেখে যাবেন না। ঈশ্বরের আত্মাকে তাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পাঠানো হবে। শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মা কীভাবে এসেছিলেন বাইবেলে সে গল্প খুব সুন্দর করে লেখা আছে। চলো আমরা সেটা পড়ি।
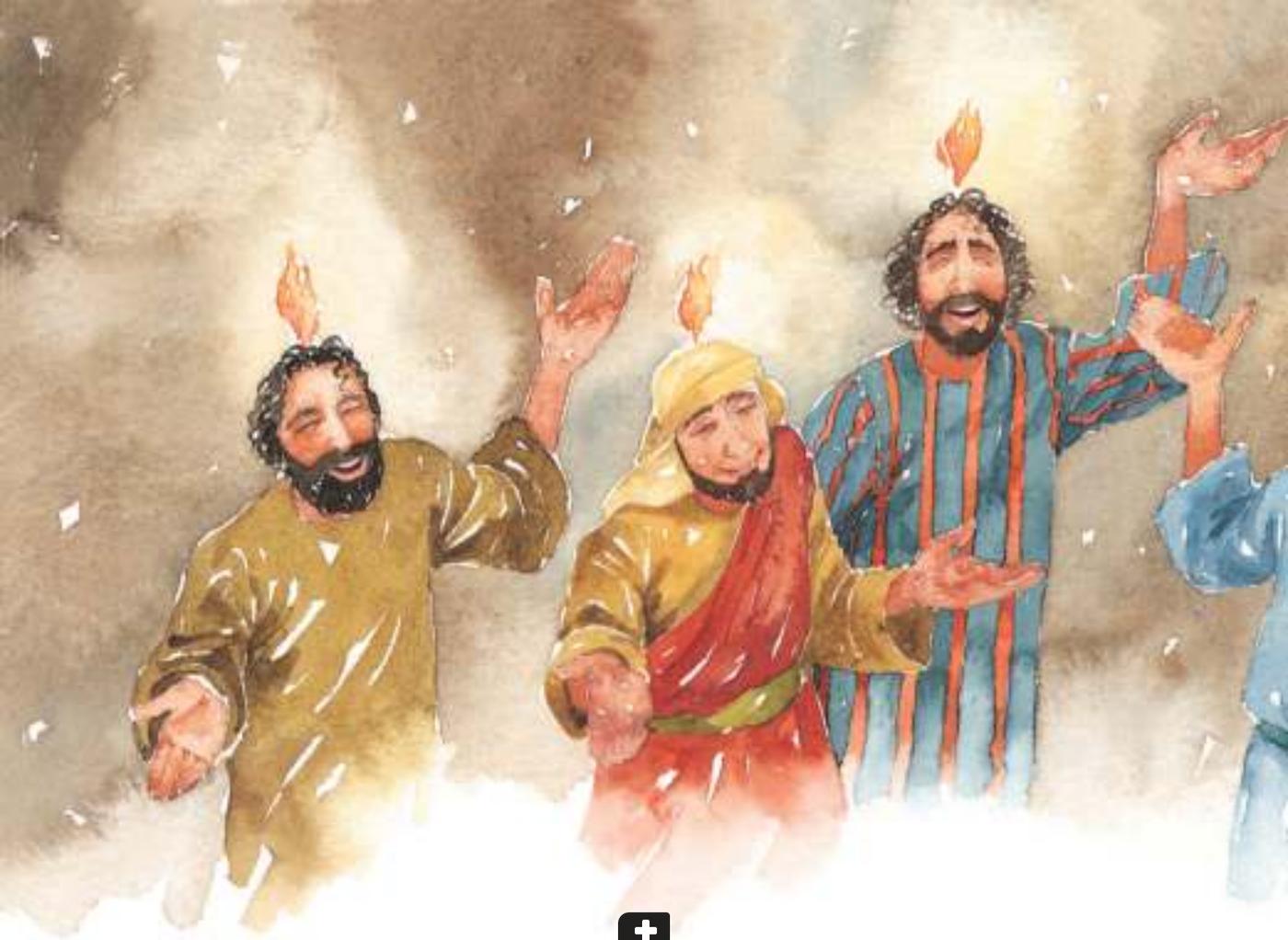
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জল থেকে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সামনে আকাশ খুলে
গেল। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন
স্বর্গ থেকে বলা হল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।”
মথি ৩:১৬-১৭

এর কিছু দিন পরে পঞ্চাশত্তমী-পর্বের দিনে শিষ্যেরা এক জায়গায় মিলিত হলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে
জোর বাতাসের শব্দের মত একটা শব্দ আসল এবং যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে
গেল। শিষ্যেরা দেখলেন আগুনের জিভের মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের
উপর এসে বসল। তাতে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন এবং সেই আত্মা যাকে যেমন কথা
বলবার শক্তি দিলেন সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

সেই সময় জগতের নানা দেশ থেকে ঈশ্বরভক্ত যিহূদী লোকেরা এসে যিরূশালেমে বাস করছিল।
তারা সেই শব্দ শুনল এবং অনেকেই সেখানে জড়ো হল। নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা
বলতে শুনে সেই লোকেরা যেন বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, “এই যে

লোকেরা কথা বলছে, এরা কি সবাই গালীলের লোক নয়? যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে কি করে নিজের নিজের মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি?
শিষ্যচরিত/প্রেরিত ২:১-৮

যীশু বললেন, "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।"
যোহন ১৫:২৬-২৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ইব্রীয় ভাষায় পবিত্র আত্মা বোঝাতে "রুয়াখ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন নিয়মে গ্রীক ভাষায় পবিত্র "আত্মা" বোঝাতে "প্নিউমা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "রুয়াখ" ও "প্নিউমা" উভয় শব্দের অর্থ "বাতাস"। বাতাস ছাড়া আমরা দৈহিকভাবে বেঁচে থাকতে পারি না। ঠিক তেমনি খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষানুসারে "পবিত্র আত্মা" ছাড়া আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আদর্শ জীবন যাপন করা যায় না। পবিত্র আত্মা

ত্রিত্ব-ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি। পবিত্র আত্মা যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ কাজ বিশ্বাস করতে এবং গ্রহণ ও ধারণ করতে আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমাদের জীবনকে নবায়ন করেন। পাপের পথ পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলতে তিনি আমাদের শক্তি দেন। পবিত্র আত্মা আমাদের খ্রীষ্টের আদর্শে জীবন যাপন করতে অনুপ্রেরণা, সৎসাহস, সদিচ্ছা ও সর্বোপরি জ্ঞান দান করেন। পবিত্র বাইবেলে পবিত্র আত্মাকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন: কবুতর, তেল, আগুন, বায়ু, জল, বৃষ্টি, শিশির ইত্যাদি।

পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করে। জল ও বৃষ্টি যেমন প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শ আমাদের জীবনকে নতুন চেতনা ও শুচিতা দান করে। আমরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন ও পবিত্র ধারণা লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী মানুষের জন্য সুন্দর কাজ করতে পারেন, যা পিতা ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। ঈশ্বরই স্বয়ং পবিত্র আত্মা। পুরাতন নিয়মে সকল ভাববাদী (প্রবক্তা) সেই আত্মার শক্তিতে কাজ করেছেন। কুমারী মরিয়ম (মারীয়া) এর গর্ভে যীশু পবিত্র আত্মার প্রভাবে জন্মেছেন। যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকল কাজ করেছেন। যীশুর শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সুসমাচার প্রচার করেছেন। যীশুর অবগাহনের সময় তাঁর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছেন।

পবিত্র বাইবেল অনুযায়ী পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে সাতটি দান ও নয়টি ফল প্রদান করেন। দানগুলো হল: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরভীতি। আর ফলগুলো হল: “ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভালো স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন” (গালাতীয় ৫:২২)। তবে সাধু জেরোম পবিত্র আত্মার আরও তিনটি ফলের কথা উল্লেখ করেছেন: লজ্জাশীলতা, সংযম ও বিশুদ্ধতা। আমাদের জীবনে চরিত্র গঠনের জন্য পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপহার ১৫-১৭

প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা

শিক্ষক তোমাদের জন্য একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে পারেন। এই আলোচনায় পবিত্র ত্রিত্ব সম্বন্ধে যে বিষয়বস্তু তুমি জেনেছো তার আলোকে কোনো প্রশ্ন বা ভাবনা শিক্ষক তোমাদের জানাতে পারেন। এই আলোচনায় তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণ করো। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে কোনো বিশ্লেষণ করতে বলা হলে তোমার অর্জিত ধারণা ব্যবহারে সংকোচবোধ কোরো না।

এটা তোমাকে বলছি কারণ তোমার ধারণায় যদি কোন অস্পষ্টতা থেকে থাকে তাহলে তোমার নিঃসংকোচ ব্যবহারে বা খোলামেলা আলোচনায় তা বের হয়ে আসবে। এই কার্যের অংশ হিসেবে শিক্ষক একটি বিতর্কের আয়োজন করতে পারেন। সেই বিতর্কে তোমার এমন কোনো ভাবনা উঠে আসতে পারে যে ভাবনাটা সঠিক নয়। শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যখন এই ভুলটা চিহ্নিত করবে তখন ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে কেন তোমার ভাবনাটা সঠিক নয়। যদি এই একই ঘটনা তোমার সহপাঠীর সাথে ঘটে তবে তাকেও ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে বুঝিয়ে বলবে।

কাজটি চলতে চলতে তোমার খাতায় এক বা একাধিক প্রশ্ন লিখে ফেলো, যার উত্তর তোমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। এরকম প্রশ্ন যে তোমাকে লিখে ফেলতেই হবে, তা না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো জানার জন্য এই সেশনটিই উপযুক্ত সময়।

উপহার ১৯-২০

নাটিকা করবো

শিক্ষক তোমাদের একটি নাটিকার বিষয়ে অনেক অনেক কথা বলবেন। এই অনেক অনেক কথাগুলোকে অনেক অনেক আনন্দ নিয়ে গ্রহণ করো। শিক্ষক তোমাদের নাটিকার চিত্রনাট্যটি দেখাবেন যেটা এ লেখাটির শেষেও দেখতে পাবে। লক্ষ করো চিত্রনাট্যের অনেকগুলো শব্দ বা রীতি তোমার বুঝতে কষ্ট হতে পারে। শিক্ষক তোমাদের এই চিত্রনাট্যটি বুঝিয়ে দিবেন। এরপরও তোমার মনে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তবে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করো।

তারপর শিক্ষক তোমাদের বিভিন্ন কাজ ভাগ করে দিবেন। তোমার উপর ন্যস্ত কাজ তোমার ধর্ম পালনের মত। তাই তোমার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা দিয়ে তা সম্পাদন করবে। তোমার সহপাঠী যদি তোমার কাছে সাহায্য চায় তাহলে সাধ্যমত সাহায্য করো।

ভাগ করা কাজের অংশ হিসেবে তুমি কোনো চরিত্রে অভিনয়ের দায়িত্ব পেতে পারো। যদি এই দায়িত্ব না পাও তবে মন খারাপ করবে না। এই নাটিকাটির অন্য কোনো কাজে তুমি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমার এবং তোমার সহপাঠীর সম্মিলিত সাহায্য ছাড়া নাটকটির মঞ্চায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তুমি যত নাটিকা দেখেছ বা দেখবে সব নাটিকার মঞ্চায়নে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য অনেক শিল্পী জড়িত।

যদি তুমি কোনো সবাক চরিত্রে অভিনয়ের দায়িত্ব পাও তবে তোমার চরিত্রের সংলাপগুলো আত্মস্থ করো। এখানে একটা বিষয় তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার সংলাপ তোমার সহশিল্পীদের সংলাপের সাথে একত্রিত হয়ে নাটিকাটিকে পূর্ণরূপ দেয়। তাই প্রস্তুতির সময় সহশিল্পীদের থেকে আলাদা না হয়ে একসাথেই অনুশীলন করো।

যদি নির্বাক চরিত্রে অভিনয়ের দায়িত্ব পাও তাহলে শিক্ষকের কাছ থেকে মঞ্চে তোমার অবস্থান, অঙ্গভঙ্গি এবং গতিবিধি বুঝে নাও। নাটিকার জন্য তোমাকে কোন কাগজে তৈরি বা বিশেষ পোষাক পরতে হতে পারে। সেটা পরতে কোনো অস্বস্তি লাগলে শিক্ষককে জানাও।

তোমার দায়িত্ব হতে পারে বিভিন্ন অভিনয় উপকরণ তৈরি, যেমন মঞ্চ প্রস্তুত, মঞ্চের সাজসজ্জা, কাগজ বা বোর্ড দিয়ে গাছপালা এবং আসবাবপত্র তৈরি, স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের ডানা তৈরি ইত্যাদি।

তোমার দায়িত্ব হতে পারে নাটকের গানটিতে অংশ নেয়া। তুমি যদি আগে গানটি শুনে থাকো তাহলে তো বেশ! শিক্ষক তোমাকে গানটির একটি video দেখাতে পারেন। নতুবা শিক্ষক নিজেও গানটি গেয়ে

শোনাতে পারেন। প্রস্তুতির সময়টুকুতে এই গানটিকে ভালোভাবে রপ্ত করো। এমন হতে পারে যে দলগতভাবে গানটি গাইতে হবে, তখন তোমার সহশিল্পীদের সঙ্গে একসাথে অনুশীলন করে গানটি রপ্ত করো।

চিত্রনাট্য

প্রস্তাবনা

মঞ্চে কয়েকজন শিশু গাছপালা, সূর্য, পাখি, সহজে বানানো যায় এমন জীব এবং জড়বস্তুর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকবে। দেবদূত সাজে সজ্জিত সূত্রধার এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে।

সূত্রধার — নাসরত শহরে থাকতেন স্নেহময়ী একজন তরুণী। নাম তাঁর মরিয়ম (মারীয়া)। এই ধর্মপ্রাণ নারীর যোষেফ নামের একজনের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা কিছুদিন পরেই।

প্রথম দৃশ্য

মরিয়ম (মারীয়া) শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছেন।

সূত্রধার — এই সেই তরুণী মরিয়ম (মারীয়া)। আজ ঈশ্বর তাঁর জন্য কী আশ্চর্য চমৎকার উপহারই না রেখেছেন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভেতরে মরিয়ম (মারীয়া) হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত। তাঁর চোখ বন্ধ, মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ। হঠাৎ দৃশ্যপটে গাব্রিয়েল এর আবির্ভাব। চমকে গিয়ে মরিয়ম (মারীয়া) বলবেন। কয়েকজন শিশু আসবাবপত্র হিসেবে, কেউ বা জানালা, বা জানালার বাইরের গাছ হিসেবে সাজতে পারে। প্রথম দৃশ্যের এরকম সবাই এই দৃশ্যেও অংশগ্রহণ করবে।

মরিয়ম (মারীয়া) — আহ! আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে! আপনি কে?

গাব্রিয়েল — ভয় পাবেন না, প্রিয় মরিয়ম (মারীয়া)। আমি গাব্রিয়েল। ঈশ্বর আপনাকে একটি সংবাদ দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

মরিয়ম (মারীয়া) — ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সংবাদ!? আমার জন্য?

গাব্রিয়েল — হ্যাঁ, মরিয়ম (মারীয়া)। ঈশ্বর আপনাকেই নির্বাচন করেছেন এবং শীঘ্রই আপনি একটি সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছেন যে হবে ঈশ্বরের পুত্র!

মরিয়ম (মারীয়া) হতভম্ব।

মরিয়ম (মারীয়া) — কীভাবে আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারি? আমি এখনও কুমারী।

গাব্রিয়েল	প্রিয় মরিয়ম (মারীয়া), আপনি চিন্তা করবেন না। এটা ঈশ্বরের চাওয়া। ঈশ্বরের প্রেরিত পবিত্র আত্মা আপনার উপরে নেমে আসবে এবং যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তার নাম রাখবেন যীশু।

মরিয়ম (মারীয়া) শান্তভাবে বলবেন।

মরিয়ম (মারীয়া)	যদি ঈশ্বর এটা চান, তবে তাই হোক। তাঁকে প্রণাম করি।

সবাই এপর্যায়ে সামনে এসে সমবেত কণ্ঠে গান গাইবে। যারা গাছপালা বা আসবাবপত্র সেজে আছে, তারাও সামনে এগিয়ে এসে গান গাইবে। গান হতে পারে "শোনো শোনো শোনো, শোনো দুনিয়ার শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথিত নর", যার কথা নিচে দেওয়া হলো।

শোনো শোনো শোনো
শোনো দুনিয়ার শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথিত নর
তোমাদের মুক্তি লাগি' খুলেছে স্বর্গদ্বার।।
ঐ শোনো দূরে রাখালের ঘরে জাগিছে কলোচ্ছাস
পাপের চিহ্ন মুছে গেলো আজ
ঘুচিলো অন্ধকার (৩)।।
ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরি' জমিয়াছে যত পাপ
প্রেম ও সত্যের তীব্র দাহনে
হলো (আজ) ছারখার (২)।।
মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে
যত রেষারেষি যত বিভেদ
সাম্য মৈত্রী করুণার নীড়ে হলো আজ একাকার।।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ৩২০, গীতাবলী: ৬০৭, ধর্মগীত: ৭২

"শোনো শোনো শোনো... " গানটি শুনতে পারো এখান থেকে (www.youtube.com/watch?v=NLf-aWYwCvg) বা পাশের QR code[?] থেকে।

? জানো কি? এটা হলো QR code, যার মাধ্যমে তুমি সহজেই ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য পড়তে বা দেখতে পারো। তোমার বাবা-মা/অভিভাবককে এই QR code-টি দেখাও। তিনি তার smartphone ব্যবহার করে এই code-টি পড়তে পারেন।

উপহার ২১

মহড়া!

নাটকটি আসলেই মঞ্চায়ন হতে যাচ্ছে এই ভেবে মহড়ায় অংশ নাও। কিন্তু নাটকের আসল মঞ্চায়ন এবং এই মহড়াতেও তোমার উপর অর্পিত দায়িত্বে কোনো ভুল হলে হতাশ হোয়ো না। ভুল করা শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। এই ভুল থেকেই আমরা কীভাবে ভুল সমাধান করবো তা জানতে পারি। তোমাদের শিক্ষক এই মহড়াতে তোমাদের করা ভুলগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কয়েকটি ভুল সমাধানে তোমাকে যত্নশীল হতে হবে, যেমন অভিনয়ের সময় সংলাপ যাতে ভুলে না যাও তাই সংলাপগুলো আত্মস্থ করতে চেষ্টা করবে। মোটকথা নাটকটি সার্থক হবে তোমার সর্বোত্তম চেষ্টা দ্বারা এবং তোমাকে বলে রাখি যারা সর্বোত্তম চেষ্টা করে তারা অবশ্যই উন্নতি লাভ করে।

নাটকের মহড়া শেষে শিক্ষকের বলা মন্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমার দায়িত্বের সাপেক্ষে কোনো ভুল সংশোধন করতে হলে বা নতুন কিছু সংযোজন করতে হলে তা করো। নাটিকাটি তোমার অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে আসল মঞ্চায়নের পূর্বে অনুশীলন করো।

শিক্ষক তোমার বাবা-মা/অভিভাবক এবং ভাই-বোনকে নাটিকাটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। শিক্ষকের দেওয়া আমন্ত্রণ পত্রটি যত্ন করে বাসায় নিয়ে যাও এবং বাবা-মা/অভিভাবক এবং ভাই-বোনকে দাও।
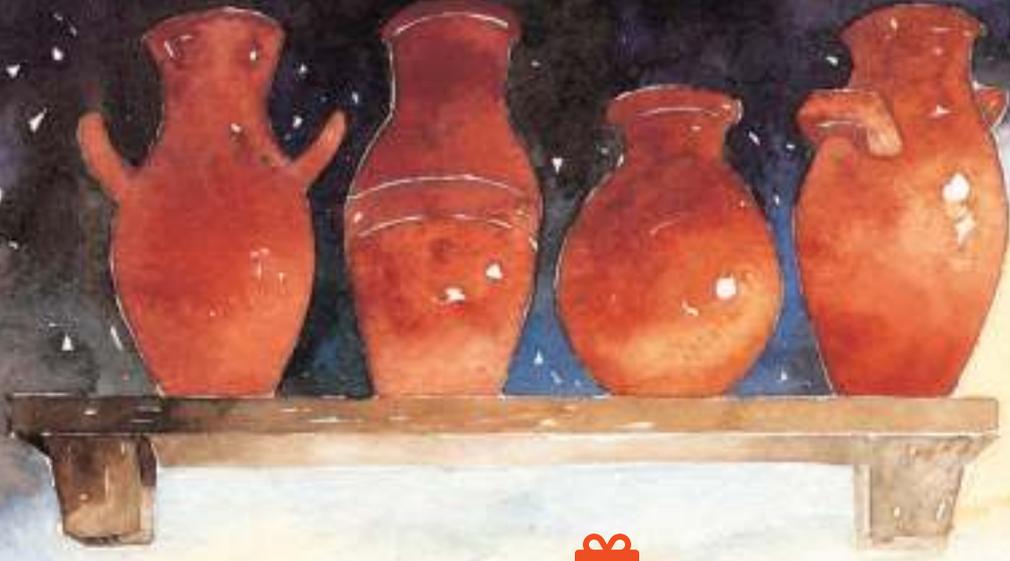
উপহার ২২

কাঙ্ক্ষিত দিন

প্রথমেই জান যে তুমি এই নাটিকাটির জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছ, তাই নাটিকাটি নিয়ে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মঞ্চায়নের পূর্বেই নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হও। সবচেয়ে বড় কথা হল সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে এবং আনন্দের সাথে নাটিকাটি মঞ্চায়ন করো।

একটা বিষয় তোমাকে বলে রাখি অনেক দর্শক দেখে হয়ত তোমার ভয় লাগতে পারে, পা কাঁপতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা। সাহসের কাজ হল এই ভীতিকে জয় করে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্বটি সুন্দরভাবে পালন করা। জেনে রাখ এরকম কয়েকবার পা কাঁপার পর তুমি কিন্তু আর ভয় পাবে না। আবার তোমার হয়ত জনসম্মুখে কথা বলতে লজ্জা লাগতে পারে। এটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আসলে তোমার সহপাঠীদেরও ভিতরে ভিতরে এরকম লজ্জা লাগছে। তুমি শক্তিশালী হও, তোমার সহপাঠীদের পাশে দাঁড়াও এবং তাদের কাছে যেয়ে বলো যে, এ লজ্জাটা কোনো বিষয়ই না। বলো, লজ্জা জয় করলেই মজার মজার কাজে অংশ নেওয়া যায়।

উপহার ২৩-২৪

শিক্ষকের জন্য প্রশ্ন

শিক্ষক তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত কিছু বই দেখাতে পারেন। একটু ভেবে দেখো তো তোমার বাসায় তুমি এরকম কী কী বই দেখেছো। বই কিন্তু চমৎকার একটি বস্তু। বইয়ের ভিতর গল্প, জ্ঞান, অনুভূতি অনেক সুন্দর কিছু থাকে, তা নিয়ে কিন্তু বলছি না, বইয়ের বস্তুগত সৌন্দর্য নিয়ে বলছি। একটা বইয়ের সুন্দর মলাট থাকে, তার উপর নানান কারুকাজ থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে একটা বই বস্তুগতভাবে একটা পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারে।

পরিবারের সদস্য হওয়া এরকম একটা বই হল পবিত্র বাইবেল। এমন হতে পারে তোমার বাসায় থাকা বাইবেলটি তোমার দাদা-দাদী, নানা-নানু ব্যবহার করতেন। একটু মনোযোগ দিয়ে তোমার বাসার বাইবেলটি দেখলে অনেক ভাবনা তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারে। একটু কল্পনা করো তো তোমার দাদা-দাদী, নানা-নানু যখন বাইবেলটি পড়েছেন তখন তাদের মন এবং চারপাশে কত কী ঘটছিল। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাকে মনে করিয়ে দেই, তোমার প্রিয় এই মানুষগুলোর কাছে এই বাইবেল কেন এত প্রিয় ছিল, বলো তো? একটা কারণ হতে পারে, তারা এই বাইবেলের কাছে বিপদে দিশা পেয়েছেন, অন্ধকারে আলো পেয়েছেন। এই বাইবেলের গভীর বাণী তাদেরকে হয়ত জীবনের কষ্ট মোকাবেলায় অনেক শক্তি দিয়েছে। তোমাকে এই কথাগুলো বলছি কারণ তোমার জন্যও এই কথাগুলো কাজে লাগতে পারে। শিক্ষকের দেখানো খ্রীষ্টধর্মের গ্রন্থগুলো দেখার সময় এই ভাবনাগুলো মাথায় এনো।

শিক্ষক তোমাদেরকে একটি মজার কাজ দিতে পারেন, যে কাজে শিক্ষকের জন্য তোমাকে একটি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। প্রশ্নটি তৈরির জন্য এভাবে কাজটি করতে পারো: প্রথমেই ভেবে দেখ যে পুরো সময়টিতে তোমার মনে এমন কোনো প্রশ্ন এসেছিল কি না যে প্রশ্নের উত্তর তুমি এখনও পাওনি। যদি এরকম কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে এখনই লিখে ফেল। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিন্তু করতে হবে, তা হল তোমার প্রশ্নটি ভালো হল কি না অথবা এ প্রশ্নের উত্তর অন্য কেউ জানে কি না বা জানলেও কেমন জানে তা বুঝতে বাবা-মা/অভিভাবক, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরামর্শ করতে পারো। তাদের সাথে পরামর্শের পর যদি তোমার প্রশ্নটি ভালো মনে হয় তবে প্রশ্নটি শিক্ষককে করার জন্য মনস্থির করতে পারো।

যদি তোমার মনে এরকম প্রশ্ন না আসে তবে তোমার প্রথম বন্ধু কে হতে পারে, বলো তো? মনে হয় তুমি পবিত্র বাইবেলের কথা ভাবছো। "উপহার ৬-১২"-তে বর্ণিত পবিত্র বাইবেলের পদগুলো পড়ে দেখ। এই পড়া থেকেই তোমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে। এরপর সেই প্রশ্নটি পরিবারের মানুষের সাথে পরামর্শ করে ভালো কি না নিশ্চিত করো।

যে পদগুলো পড়ার কথা বললাম তা পড়ে যদি তোমার মনে প্রশ্ন না আসে তবে আরেকটি কাজ করতে পারো।

তোমার বাবা-মা/অভিভাবক, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করো যে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক বিষয়ে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যার উত্তর তাদের জানা নেই। এরকম এক বা একাধিক প্রশ্ন যদি পাও তবে ভেবে দেখ এর মধ্যে কোন প্রশ্নটি তুমি শিক্ষককে করবে।

তোমার নির্বাচিত প্রশ্নটি পরিষ্কারভাবে খাতায় অথবা নিচে লিখে ফেল।

উপহার ২৫

ভালো প্রশ্নটির উত্তর

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক চাইলে শৃংখলার সাথে প্রশ্নটি জমা দাও। শিক্ষক এগুলোর উপরে একটি আলোচনার আয়োজন করতে পারেন, যেখানে তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তোমার সহপাঠীদের করা প্রশ্নের সাপেক্ষে শিক্ষকের প্রদানকৃত উত্তরগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে। সাথে সাথে তোমার নিজের প্রশ্নের উত্তরের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করো।

তোমার প্রশ্নের সাপেক্ষে শিক্ষকের উত্তরটি তোমাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষককে আরও প্রশ্ন করতে পারো। শিক্ষক তোমাকে কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তরও ভেবেচিন্তে দাও।

তোমার সহপাঠীর করা কোনো প্রশ্ন তোমার ভালো লাগলে তা নিচে লিখে রাখতে পারো। সাথে শিক্ষকের দেওয়া উত্তরও।

উপহার ২৬

পঞ্চাশত্তমীর পর্ব

আগের কোনো একটি সেশনে তোমার শিক্ষক তোমাকে বলেছিলেন পঞ্চাশত্তমীর পর্বের প্রার্থনায়/খ্রীষ্টযাগে নিয়ে যাবেন। হয়তো তোমার বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনো গির্জায়/চার্চে এ প্রার্থনানুষ্ঠান হবে। শিক্ষক তোমাকে যে অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন তা অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ শিক্ষককে ফেরত দাও।

তোমরা জানো যে, খ্রীষ্টমন্ডলী স্বর্গারোহণ পর্বের পর পঞ্চাশত্তমীর পর্ব পালন করে। স্বর্গারোহণের পূর্বে যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্বর্গে গিয়ে তিনি শিষ্যদের জন্য একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন। যীশুর স্বর্গারোহনের পর প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তি ও অনুপ্রেরণা তাঁদের যীশুর বাণী প্রচার করতে সাহসী করে তুলেছিলো। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও শক্তিশালী হয়ে যীশুর প্রথম শিষ্যেরা জগতের কাছে সুখবর পৌঁছে দিয়েছিলেন। যিরুশালেমে প্রথম খ্রীষ্টমন্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতেই বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তুমি যখন প্রার্থনা কর তখন যীশু পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে তোমার মন ঐশপ্রেরণায় শক্তিশালী করে তোলেন। তোমরা সবাই দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছো। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হস্তার্পন সংস্কার গ্রহণ করেছো এবং এ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে অন্তরে গ্রহণ করেছো। এখন তোমরা পবিত্র আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে খ্রীষ্টমন্ডলীর যোগ্য সন্তান হয়ে উঠেছো।

প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি অলৌকিক। গির্জায়/চার্চে বাইবেল পাঠ ও পুরোহিতের/যাজকের উপদেশে তোমরা এ বিষয়ে আরও জানতে পারবে।

আজ নিচের নির্দেশনাগুলো মনে রাখবে (শিক্ষকও তোমাকে এগুলো জানাবেন):

- শান্তভাবে ভক্তি সহকারে গির্জায়/চার্চে প্রবেশ করবে
- প্রার্থনার প্রতিটি অংশে যথাযথভাবে অংশ নিবে
- মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পাঠ ও পুরোহিতের/যাজকের উপদেশ শুনবে
- প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে আসবে
- বাবা-মা/অভিভাবক নিতে আসলে তাদের সাথে বাড়িতে চলে যাবে

মন দিয়ে প্রার্থনায় অংশ নিবে। বাইবেল পাঠ করতে চাইলে আগেই শিক্ষককে বলবে। এদিন পবিত্র আত্মা বিষয়ক গান গাওয়া হয়। যেমন এরকম একটি গান—

আত্মন! এসো হৃদয় উদ্যানে
তুষিবো হৃদয় দানে।

যে মতো বায়ু বিহনে, জীবাদি বাঁচে না প্রাণে,
সে মতো তোমা বিনে, বাঁচিনা এ জীবনে।

যেমন বায়ু সুখী করে, তেমন সুখী করো মোরে,
সদাই স্নিগ্ধ অন্তরে, ডাকবো তোমায় এক প্রাণে।

ওহে প্রভু দয়াময়, উদ্যানে এসো এ সময়,
নানা জাতি পুষ্পচয়, ফুটাও হৃদয়-কাননে।

বিশ্বাস ভক্তি পবিত্রতা, প্রেম আনন্দ সহিষ্ণুতা,
মধুর ভাব দয়া নম্রতা, চাই এই উদ্যানে।
খ্রীষ্ট-সঙ্গীত: ১৪৬, গীতাবলী: ৫৫২ (সমতূল্য), ধর্মগীত: ১৯৮

আত্মা তুমি নেমে এসো, কৃপা রাশি নিয়ে এসো।
শক্তি সাহস প্রেম আনন্দ পবিত্রতা নিয়ে এসো।
খ্রীষ্ট-সঙ্গীত: ১৪৬ (সমতূল্য), গীতাবলী: ৫৫২, ধর্মগীত: ১৯৮ (সমতূল্য)

সবার সাথে সুর মিলিয়ে গান গেয়ো। প্রার্থনার প্রতিটি অংশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ কোরো। পবিত্র আত্মার কাছে বিশেষ আশীর্বাদ যাচনা কোরো। বাড়িতে গিয়ে পঞ্চাশত্তমীর অনুষ্ঠানটি মনে করে নিচের ঘরে একটি ছবি এঁকে ফেলো।

অঞ্জলি ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অঞ্জলি চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে আনন্দের কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি ঘুরতে যাবে, ভূমিকাভিনয় করবে (বা সহপাঠীদের ভূমিকাভিনয় উপভোগ করবে), বিভিন্ন মজার কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং গির্জায় প্রার্থনা করতে যাবে। আর এই অঞ্জলিতে তুমি খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধানসমূহ যেমন, পরোপকার, দানশীলতা, প্রার্থনা ও উপবাস সম্পর্কে জেনে এবং এগুলো চর্চা করে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।

উপহার ১-৩

চলো Field Trip-এ যাই

সেশনের শুরুতে তোমাকে সবার সাথে নিচের গানটি গাইতে হবে। গানটি জানা না থাকলে সমস্যা নেই। তুমি অন্য সবার সাথে সুর মিলিয়ে গাইতে চেষ্টা করো।

বরষ-আশিস-বারি
(আজি) অবিরত ধারে যীশু সবার উপরি।

কী উপহার দিব আজি গুণধাম,
(এই) এনেছি ভগন চিত, লহ, পাপহারি!

জ্বাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
(সবে) পর-সেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি।
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ১৫৪; গীতাবলী: ১২৪৫; ধর্মগীত: ২০৩

সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে
সে তো তোর খ্রীষ্টসেবা
চোখের জলে হাহাকারে যে বসে রয় পথের ধারে
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সেই তো তোর খ্রীষ্টসেবা।
গান করা যে শুধু ভালো, প্রার্থনা যে আরও ভালো
সবার চেয়ে ভালো যে ভাই ঘুচাস যদি মনের কালো
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ১৫৪ (সমতুল্য); গীতাবলী: ২০৮; ধর্মগীত: ২০৩ (সমতুল্য)

Field trip-এর পূর্বে তোমার করণীয়

তুমি একটি field trip-এ যাবে। তুমি হয়তো একটা সাহায্য সংস্থার/ধর্মপল্লির সাহায্য কার্যক্রম দেখতে যাবে। শিক্ষক field trip সম্পর্কে যা বলেছেন সেভাবে প্রস্তুতি নাও। পোশাক, গরম কাপড়, খাবার, জুতা, পানি, নোটবুক, কলম, পেন্সিল, ব্যাগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। যাত্রা শুরু করার পূর্বে শিক্ষকের নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে মাথায় রেখো। কীভাবে আচরণ করতে হবে, পরিদর্শনের সময় কীভাবে কাটবে, কী করতে হবে, কখন ফিরে আসতে হবে—এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো। কিছু কিছু কাজ ও আচরণ করার ক্ষেত্রে নিষেধ থাকতে পারে। শিক্ষকের দেয়া অনুমতিপত্রে পিতা-মাতা/অভিভাবক স্বাক্ষর করার পর যথাসময়ে তা শিক্ষকের হাতে ফেরত দিবে।

পর্যবেক্ষণ
সারিবদ্ধভাবে শৃংঙ্খলার সাথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। যানবাহন থেকে শৃংঙ্খলার সাথে নেমে পড়ো। ভুল করে যানবাহনে জিনিসপত্র ফেলে এসো না। তোমাদের যদি গাইড থাকে তার নির্দেশনা ভালোভাবে শোনো। কিছু জানতে চাইলে অথবা বুঝতে না পারলে গাইডকে প্রশ্ন করতে পারো। তাতে তোমার জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন কিছু বিষয় নোটবুকে লিখে রাখো। নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেতে ভুলো না কিন্তু।

তুমি কী দেখতে পাচ্ছ? তোমার শিক্ষক তোমাকে যে স্থানে নিয়ে গিয়েছেন সে স্থানের সাপেক্ষে তুমি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাবে। হয়তো দেখতে পাবে অনেক মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, অথবা দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, অথবা দরিদ্র মায়েরা অসুস্থ শিশুদের নিয়ে এসেছে, অথবা চিকিৎসক ও নার্স তাদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে। অথবা দেখতে পাবে কোনো পথশিশুদের স্কুল।

লক্ষ করো, এই সংস্থার সেবাকর্মীরা কত সুন্দর করে কথা বলছে, তাদের সেবাকর্মে কত আন্তরিকতা! পরোপকার ও দয়ার কাজ করতে পেরে তারা খুব আনন্দিত। যীশু এরকম পরোপকারী মানুষদের অনেক ভালোবাসেন। মনোযোগ সহকারে সব পর্যবেক্ষণ করো।

পরিদর্শন শেষ করার কিছুক্ষণ পূর্বে শিক্ষক ফিরে যাবার ঘোষণা দিবেন। সঠিক সময়ে যানবাহনে উঠে বসো। তুমি সুন্দর ও নিরাপদে field trip করতে পেরেছ এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করো। গাড়িতে বসে সবাই মিলে ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করতে পারো। তোমার শিক্ষককেও ধন্যবাদ জানাও। পৌঁছে গেলে সারিবদ্ধভাবে নেমে পড়ো। পিতা-মাতা/অভিভাবক নিতে এলে তাদের সাথে বাসায় চলে যাও। আর যদি একা যাও, পথে দেরি কোরো না কারণ তোমার পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তা করতে পারে।

বাড়ির কাজ
শিক্ষক তোমাকে একটি বাড়ির কাজ দিতে পারেন। বাড়িতে গিয়ে তোমার বাবা-মা/অভিভাবককে জিজ্ঞেস করো পরোপকার ও দানশীলতা বিষয়ে তাদের ধারণা কী। তাদের সাথে আলোচনা করে যা জানতে পারবে তা নোটবুকে লিখে রাখো। বাবা-মা/অভিভাবক তোমার কথাটি বুঝতে না পারলে পরের লেখাটি তাদের দেখাও—

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান পরোপকার ও দানশীলতা বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চায়।
তাকে সময় দিন এবং আপনার ভাবনাগুলো তাকে জানিয়ে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।

ছবি আঁকি
বাসায় ফিরে তুমি পরিদর্শনে যা যা দেখেছো তা স্মৃতি থেকে ভেবে ভেবে এঁকে ফেলো!

উপহার ৪

Postbox বা ডাকবাক্স

প্রিয় শিক্ষার্থী, সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। সমবেতকণ্ঠে এই গানটি গাও

হে পিতা রেখে দিই আজ তোমার চরণে সেবার দান
মনের চিন্তা, মুখের কথা, হাতের কাজ
মোর সব কিছু রেখে দিই আজ
তোমার চরণে পূজার দান।
নিবেদন আমার মিলিয়ে দিলাম
তোমার চরণে যীশুরই সাথে
তারই চিন্তা তাঁরই কথা, তাঁরই কাজ
তাঁরই নিবেদনে মিলিয়ে দিলাম
তোমার চরণে নিবেদন আমার।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ২৩৪; গীতাবলী: ১২৯ (সমতুল্য); ধর্মগীত: ৩৩৭

তুমি নিশ্চয়ই field trip থেকে ও মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে পরোপকার, প্রার্থনা ও দানশীলতা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছো। এবার তোমার শিক্ষক তোমাদের একাধিক দলে ভাগ করবেন। দলপ্রধান তোমরা নিজেরাই নির্বাচন করবে। শিক্ষক হয়তো আগের দিন তোমাকে এবং তোমার কোনো সহপাঠীকে একটা postbox/ডাকবাক্স তৈরি করতে বলবেন। হয়তো ভাবছো ডাকবাক্স দিয়ে কী করব। শিক্ষক যা নির্দেশ দিবেন তা-ই করবে।

তোমার অভিজ্ঞতা দলের অন্যদের সাথে আলোচনা করো। দলে আলোচনার সময় অন্যদের কথা ও অভিমত মনোযোগ দিয়ে শোনো। এবার দলপ্রধান নিজ নিজ দলের সবার ধারণা ও অভিমত একটা কাগজে লিখবে। তাকিয়ে দেখো, সামনে টেবিলের উপর ডাকবাক্সটি রাখা আছে। তুমি যদি দলপ্রধান হও তবে লেখাটি ভাঁজ করে ডাকবাক্সে post করো। ১০ মিনিট পর প্রত্যেক দলপ্রধান একটি করে কাগজ বক্স থেকে উঠিয়ে পাঠ করবে। এতে প্রত্যেকে অন্য দলের লেখা পাঠ করার ও শোনার সুযোগ পাবে। যদি তুমি দলপ্রধান হও তবে জোরে স্পষ্টভাবে পড়ো আর তা যদি না হও মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টুকে রাখো। ধরো তুমি দলপ্রধান হিসেবে ডাকবাক্স থেকে একটা কাগজ উঠিয়েছ এবং দেখলে এটা তোমার নিজের দলের, সেক্ষেত্রে এটা অন্য দলপ্রধানকে দিয়ে দাও। তুমি আবার একটা কাগজ উঠাও এবং পাঠ করো।

উপহার ৫-৭

পরোপকার ও দানশীলতা

তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মেনে চলো। এ আজ্ঞাগুলো খ্রীষ্টধর্মের বিধি-বিধানের মূল ভিত্তি। এই আজ্ঞাগুলোতে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে এসে আমাদের পরোপকারী, নিঃস্বার্থপর ও দয়াশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

চলো দেখি, পবিত্র বাইবেলে পরোপকার ও দানশীলতার বিষয়ে যীশু আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন।

যীশু আবার যখন পথে বের হলেন তখন একজন লোক দৌড়ে তাঁর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, “হে গুরু, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, অনন্ত জীবন লাভ করবার জন্য আমি কি করব?” যীশু তাকে বললেন, “আমাকে ভাল বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভাল নয়। তুমি তো আদেশগুলো জান, ‘খুন কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, ঠকিয়ো না, মা-বাবাকে সম্মান করো।’ লোকটি যীশুকে বলল, “গুরু ছোটবেলা থেকে আমি এই সব পালন করে আসছি।”এতে যীশু তার দিকে তাকিয়ে চেয়ে দেখলেন এবং ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে তাকে বললেন,” একটা জিনিস তোমার বাকী আছে। যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরীবদের দান কর। তাতে স্বর্গে ধন পাবে। তারপরে এসে

আমার শিষ্য হও।” এই কথা শুনে লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল।
তার অনেক ধনসম্পত্তি ছিল বলে সে দুঃখিত হয়ে চলে গেল।
মার্ক ১০: ১৭-২২

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

আদর্শ খ্রীষ্টিয় জীবন লাভের জন্য দশ আজ্ঞা হলো মৌলিক বিধিমালা। এই ধনী লোকটি বিশ্বস্ততার সাথে এই দশ আজ্ঞা পালন করছে। কিন্তু যীশু চান যে আমরা যেন এসব পালনের সাথে সাথে
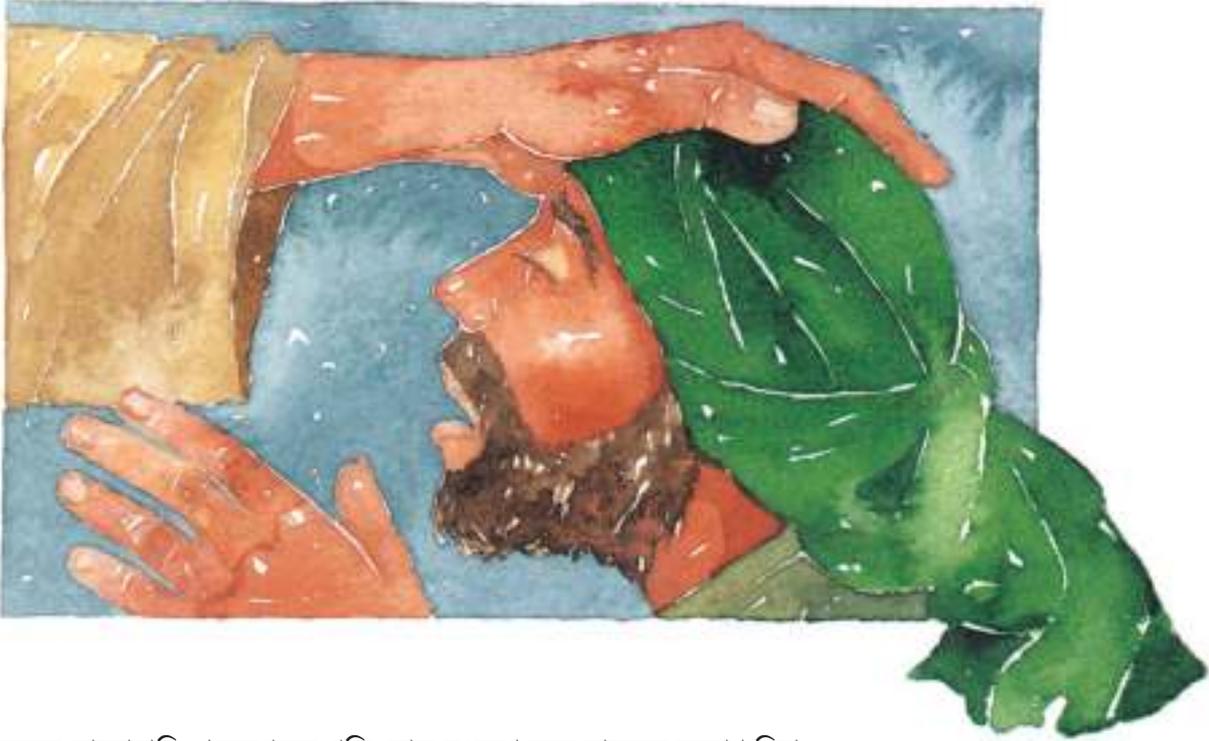
মানুষকে ভালোবাসি, ধনসম্পদের প্রতি লোভ সংবরণ করে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করি। ধনী লোকটি তার সম্পদ বিক্রি করে গরিবদের দিতে রাজি হয়নি কারণ ধনসম্পদের প্রতি মোহ ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই ধনী যুবকের জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, তাই যীশু তাকে ভালোবেসে আহ্বান করেছিলেন তার ঐশীরাজ্য স্থাপনে। অন্তরে ঈশ্বর ও মানুষের জন্য ভালোবাসা না থাকলে যীশুর ডাকে আমরা সাড়া দিতে পারি না। অনন্ত জীবন বলতে বুঝায় মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা বেঁচে থাকবে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবে। অনন্ত জীবন পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে। পরোপকার ও দানশীলতার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।

এইজন্য যখন তুমি গরীবদের কিছু দাও তখন ভণ্ডদের মত কোরো না। তারা তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য সমাজ-ঘরে এবং পথে পথে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।

তুমি যখন গরীবদের কিছু দাও তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিয়ো না।
মথি ৬:২-৩

প্রিয় শিক্ষার্থী, যীশু তাঁর কর্মজীবনে গারিব, অসহায় ও নির্যাতিতদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। আর আমাদেরও উপদেশ দিয়েছেন যেন আমরা গরিব প্রতিবেশীদের প্রতি দয়ালু ও সেবাপরায়ণ হই। চলো দেখি বাইবেলে যীশু কী বলেছেন।

যিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন পরে যীশু তাঁকে বললেন, “যখন আপনি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবেন বা ভোজ দেবেন তখন আপনার বন্ধুদের বা ভাইদের কিংবা আত্ম-স্বজনদের বা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না। তা করলে হয়ত তারাও এর বদলে আপনাকে নিমন্ত্রণ করবেন আর এই ভাবে আপনার নিমন্ত্রণ শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যখন ভোজ দেবেন তখন গরীব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের ডাকবেন। তাতে আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবেন, কারণ তারা সেই নিমন্ত্রণের শোধ দিতে পারবেন না। যখন মৃত্যু থেকে নির্দোষ লোকদের জীবিত করা হবে তখন আপনি এর শোধ পাবেন।
লুক ১৪: ১২-১৪

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু চান আমরা যে উপকার ও দানের কাজ করি তার বিনিময়ে যেন কিছু আশা না করি। আমাদের সমাজে যারা গরিব, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসহায় তাদের আমরা সাহায্য করব। আমাদের এ কাজের জন্য শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

যীশু অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন, খোঁড়াকে হাঁটার শক্তি দিয়েছেন। আমরা যীশুর মতো অলৌকিক কাজ করতে পারি না। কিন্তু আমরা গরিব প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে পারি, অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিতে পারি অথবা টাকার অভাবে যে চিকিৎসা পাচ্ছে না সামর্থ্য থাকলে তাকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারি অথবা পাশে বসে সেবা করতে পারি। আমরা অপরকে অসংখ্য উপায়ে সেবা করতে পারি। পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছবিগুলোতে কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দেখতে পারো।

↑ ব্রাদার রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন, সিএসসি, আপন বাংলাদেশ মাদক নিরাময় কেন্দ্রে উৎসব উপলক্ষে শিশুদের নতুন জামা-কাপড় উপহার দিচ্ছেন, ২০১৯। আলোকচিত্র/রাজু কস্তা

↑ ডা. শৈওয়াইগী এবং ডা. গায়ত্রী চাকমা খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা'য় অসুস্থদের সেবাদান করছেন, ২০২২। আলোকচিত্র/ডা. প্রবীর খিয়াং

উপহার ৮-৯
উপবাস

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি কি জানো যীশু প্রচার কাজ শুরু করার পূর্বে ৪০ দিন ৪০ রাত উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন? আর শয়তান তখন তাঁকে প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেছিল। যীশু শয়তানের প্রলোভন জয় করতে পেরেছিলেন। আজ শিক্ষক এই গল্পটি তোমাদের বলবেন।

এরপর পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ দেখিয়ে পাপে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করার পর যীশুর খিদে পেলো। তখন শয়তান এসে তাঁকে বললো, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বলো।"

যীশু উত্তরে বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"

তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরূশালেমে নিয়ে গেলো এবং উপাসনা-ঘরের চূড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললো, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন; তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"

যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।"

তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাদের জাঁকজমক দেখিয়ে বললো, "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার করো তবে এই সবই আমি তোমাকে দেবো।"

তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।" তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো, আর স্বর্গদূতেরা এসে

তাঁর সেবা-যত্ন করতে লাগলেন।

মথি ৪:১-১১

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু তাঁর প্রচার জীবন শুরু করার পূর্বে ৪০ দিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছেন যেন পবিত্র আত্মার কাছ থেকে জ্ঞান ও শক্তি লাভ করতে পারেন, মন থেকে লোভ ও পাপ দূর করে পবিত্র হতে পারেন। শয়তানের প্রলোভন আমাদের ভালো কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যীশু যেমন শয়তানের প্রলোভন জয় করে তাঁর উদ্দেশ্যে স্থির থেকেছেন তেমনি আমরাও জাগতিক বিষয়ের লোভ ত্যাগ করে ঈশ্বরের পথে চলব। উপবাস ও প্রার্থনা আমাদের পাপ ও প্রলোভন জয় করার শক্তি দেয়।

এবার শিক্ষক মথি ৪:১-১১ পদের আলোকে তোমাদের একটা ভূমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে বলবেন। একজনকে যীশু ও অন্যজনকে শয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। একজন নেপথ্যে গল্পের ধারা বর্ণনা করবে। তুমি আগ্রহী হলে অভিনয়ে অংশ নিতে পারো। শিক্ষক তোমাকে চিত্রনাট্যের বিষয়ে সাহায্য করবেন আর নিচেও চিত্রনাট্যটি দেওয়া আছে।

শয়তান বা মন্দতার চরিত্রটি নিয়ে তোমার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শয়তানের চরিত্রটিকে পর্দার আড়াল থেকে অভিনয় করতে হবে, তাকে সবাই দেখতে পাবে না-শুধু কণ্ঠ শুনতে পারবে (যীশুও শুধু কণ্ঠ শুনতে পারছিলেন)। তুমি বা তোমার যে সহপাঠী এ চরিত্রে অভিনয় করবে তাকে জোর গলায় পর্দার আড়াল থেকে (বা আসবাবপত্রের আড়াল থেকেও হতে পারে) তার সংলাপগুলো বলতে হবে। তোমরা শুধু মন্দতার কণ্ঠ শুনতে পারবে তাকে দেখতে পাবে না।

আর তুমি বা তোমার যে সহপাঠী এ চরিত্রে অভিনয় করছ, এক প্রকার দ্বিধা অতিক্রম করে এই অভিনয়টা করতে এসেছ বলে তাকে একটু ভালোবাসা জানিয়ে রাখি। এটা একটা অভিনয় শুধু যা যীশু'র পবিত্র জীবনকে সবার সামনে তুলে ধরবে। তবে আমাদের জীবন জুড়ে কিন্তু মন্দতার সাথে লড়াই করে ভালো মানুষ হতে
হয়। যীশু রোমীয় ১২:২১-এ বলছেন, "মন্দের কাছে হেরে যেয়ো না, বরং ভালো দিয়ে মন্দকে জয় করো।"

ভূমিকাভিনয় শুরু হলে মনোযোগ দিয়ে তোমার অংশটি করো, নতুবা সুশৃঙ্খলভাবে উপভোগ করো।

চিত্রনাট্য

সূত্রধার	মরুপ্রান্তরে ৪০ দিন উপবাস করার পর যীশুর খিদে পেল। তখন শয়তান তাকে লোভে ফেলার চেষ্টা করলো।
শয়তান	তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এ পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বলো।
যীশু	পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না কিন্তু ঈশ্বরের মুখের

প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।”

সূত্রধার	তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরুশালেমে নিয়ে গেল। সে যীশুকে মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গেল।

শয়তান	তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে□“ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দিবেন তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।”

যীশু	আবার একথাও লেখা আছে, “তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেয়ো না।”

সূত্রধার	তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও জাঁকজমক দেখিয়ে বললো□

শয়তান	তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার করো তবে এই সবই আমি তোমাকে দেবো।

যীশু	দূর হও শয়তান, পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে□“তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।”

সূত্রধার	তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগলো।

উপহার ১০-১১

প্রার্থনা

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো এবং সমবেত কণ্ঠে নিচের গানটি গাও।

আমায় তুমি ডাক দিয়েছ প্রভু তোমার কাজে
অন্তরে মোর তাই এত গান
তাই এত সুর বাজে।
তোমারি লাগিয়া ছিল কত কাজ
ছিল নাকো শুধু মম অবকাশ,
স্মরি’ সেই কথা ওগো মহারাজ,
চিত্ত ভরিছে লাজে।
লজ্জা আমাকে ঢেকে দাও আজি
মহা করুণায় তব
জীবনের পথে দাও মোর সাথে

আশ্বাসবাণী নব;
শত ভুল করে চাহিনাকো আর
বাড়াতে বৃথাই বোঝা আপনার
অকৃতি অধমে লও গো এবার
তোমার কাজের মাঝে।
খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ২৬০, গীতাবলী: ১২১৩, ধর্মগীত: ৩৯৮

প্রার্থনা ও উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা কী, চলো জানি।

তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন ভণ্ডদের মত করো না, কারণ তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজঘরে ও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর তখন ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরো এবং তোমার পিতা, যাকে দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো। তোমার পিতা, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

যখন তোমরা প্রার্থনা করো তখন অযিহুদীদের মত অর্থহীন কথা বার বার বোলো না। অযিহুদীরা মনে করে বেশী কথা বললেই ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনবেন। তাদের মতো কোরো না, কারণ তোমাদের পিতার কাছে চাইবার আগেই তিনি জানেন তোমাদের কি দরকার। এইজন্য তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো:
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।
মোর রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
যে খাবার আজ আমাদের দরকার তা আমাদের দাও।
যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি
তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করো।
তুমি আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না,
বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।

তোমরা যদি অন্যদের দোষ ক্ষমা কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদেরও ক্ষমা করবেন। কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না করো তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন না।

তোমরা যখন উপবাস করো তখন ভণ্ডদের মত মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই

বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করো তখন মাথায়
তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি উপবাস করছো।
তাহলে তোমার পিতা, যিনি দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন; কেবল তিনিই
তা দেখতে পাবেন। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন,
তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

মথি: ৬:৫-১৮

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু আমাদের বলতে চান যে আমরা যেন লোকদেখানো প্রার্থনা না করি বরং অন্তর থেকে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। তাই প্রার্থনা করব গোপনে ও নির্জনে। অর্থহীন কথা না বলে আমাদের যা দরকার তা ঈশ্বরকে বলব। ঈশ্বর তো আমাদের মনের কথা জানেন। যীশু যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন তাতে প্রথমে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর মানুষের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার করি আমরা অন্যকে ক্ষমা করলে ঈশ্বরও আমাদের ক্ষমা করবেন। যীশু আরো বলেন যে আমরা যেন লোকদেখানো উপবাস না করি। আমাদের খাওয়াদাওয়ার মধ্যে যেন সংযম, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা থাকে। উপবাসের মধ্য দিয়ে আমরা সংযমী, পবিত্র ও আত্মত্যাগী হতে পারি। সংযমী ও আত্মত্যাগী হলে আমরা পরোপকারী ও দানশীল হতে পারবো।

উপহার ১২-১৩

গির্জায়/ চার্চে যাবো!

এই সেশনে তুমি গির্জায়/চার্চে প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। এজন্য তুমি তোমার বিদ্যালয়ের কাছে কোনো গির্জা/চার্চে যাবে। তুমি হয়তো সবসময় তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে গির্জায়/চার্চে যাও। আর এবার শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে যাবে, এটা ভেবে নিশ্চয়ই তোমার আনন্দ হচ্ছে!

প্রার্থনানুষ্ঠানে যাওয়ার পূর্বে

বাবা-মা ও শিক্ষকের কাছ থেকে তুমি জেনেছ যে গির্জা/চার্চ একটি পবিত্র স্থান এবং এ পবিত্র পরিবেশে গির্জা/চার্চের স্থাপনা, ব্যক্তি এবং সবকিছুর প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। এজন্য শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দিবেন যা তুমি পালন করার চেষ্টা করবে।

তুমি হয়তো জানো, তারপরও বলছি, নিচের নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে মেনে চলবে।

- গির্জা/চার্চ পবিত্র জায়গা, হইচই করবে না
- প্রার্থনার নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াবে ও বসবে এবং হাঁটু গাড়বে
- মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করবে
- যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় সামর্থ্য অনুযায়ী দান করবে

গির্জা/চার্চে সুশৃঙ্খলভাবে প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। গির্জা/চার্চের প্রার্থনানুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশের প্রার্থনা ও নিয়ম মেনে চলবে। যেমন, প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয় একটি ভক্তিমূলক গান দিয়ে। অতঃপর ধর্মযাজক পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন এবং তার আলোকে উপদেশমূলক কথা বলেন। প্রার্থনার এরকম সকল অংশে তোমরা যীশুর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে অংশ নিবে।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষে সুশৃঙ্খলভাবে গির্জা/চার্চ থেকে বিদ্যালয়ে ফিরে আসবে। শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও। তোমার বাবা-মা/অভিভাবক নিতে এলে তাদের সাথে ঘরে ফিরে যাবে অথবা একা যদি যাও ঠিকমতো সুন্দরভাবে বাসায় ফিরবে।

উপহার ১৪

চিরকুটের খেলা

এ সেশনে তুমি একটা মজার খেলা খেলবে। শিক্ষক তোমাদের প্রত্যেককে একটা চিরকুট দিবেন যা এখানেও দেওয়া হলো

তোমার নাম:

প্রশ্ন হ্যাঁ	না	
তুমি কি দানশীল?		
তুমি কি পরোপকারী?		
তুমি কি প্রার্থনাশীল?		
তুমি কি কখনো যারা খেতে পায় না তাদের কষ্ট অনুধাবন করেছ?		
তুমি কি কখনো বাইবেল-এর শিক্ষা থেকে অন্যকে পরামর্শ দিয়েছ?		
তুমি কি কখনো অন্যের কল্যাণ চেয়ে প্রার্থনা করেছ?		

চিরকুটের প্রশ্নগুলো পড়ে গভীরভাবে চিন্তা করো এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে "হ্যাঁ"-এর কলামে টিক চিহ্ন (✓) দিবে এবং "না" হলে "না"-এর কলামে টিক চিহ্ন দিবে।

তুমি ছয় মিনিট সময় পাবে (প্রতি প্রশ্নের জন্য এক মিনিট করে)। এবার শিক্ষক তোমার পূরণকৃত উত্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন তুমি কোনো প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বা "না" লিখেছ। তুমি নিশ্চয়ই সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

তোমার যেকোনো একটি "না"-কে পরবর্তী সেশনের আগেই "হ্যাঁ" করতে হবে, শিক্ষক তোমাকে এমন একটি নির্দেশনা দিবেন। তুমি কোনো দানের/পরোপকারের/প্রার্থনার কাজ না করে থাকলে একটি দানের কাজ বা কোনো একটি পরোপকারের কাজ বা কোনো একটি প্রার্থনা করা, ইত্যাদি করতে পারো।

তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে আরও জোরালোভাবে কোন কাজটি করতে চাও তা নির্ধারণ করো। একইভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে তুমি সব প্রশ্নের উত্তর "না" দিলে একটি প্রশ্ন চিহ্নিত করো যার সাপেক্ষে তুমি পরবর্তী সেশনের আগে এমন কোনো একটি কাজ করবে যাতে পরবর্তী সময়ে তার উত্তরটি "হ্যাঁ" হয়।

বিশেষভাবে লক্ষ করো, এই খেলা শেষে তুমি দান, পরোপকার, উপবাস, প্রার্থনা, ইত্যাদি বিষয়ের যেকোনো একটি বাড়ির কাজ পাবে যা পরবর্তী সেশনের আগে তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে।

বাড়ির কাজের ছবি

যে বাড়ির কাজটি তুমি করেছো তার উপর ভিত্তি করে নিচের বক্সে একটি ছবি এঁকে ফেলো।

উপহার ১৫–১৬
উপস্থাপন

সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো এবং সমবেত কণ্ঠে নিচের গানটি গাও।

যীশুর প্রেমে, যীশুর প্রেমে শান্তি সুখ পাই।
পাশে থাকেন, দৃষ্টি রাখেন জানি সর্বদাই।

ধুয়া: ভালোবাসেন যীশু নাথ আমায়
মনে মনে প্রতিক্ষণে প্রাণ জুড়ায়।

যীশুর বলে, যীশুর বলে হৃদয় রক্ষা পায়।
তাঁরে যখন ডাকি, তখন দুঃখ দূরে যায়।

যীশুর ইচ্ছা, যীশুর ইচ্ছা পালন করা চাই।
প্রিয় ত্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভালোবাসি তাই।

যীশুর দয়া, যীশুর দয়ার তো সীমা নাই।
পড়ে গেলে ধরেন তুলে, পাপের ক্ষমা পাই।

যীশুর সেবা, যীশুর সেবা ভালো লাগে ভাই।
সুযোগ পেয়ে সুখী হয়ে, কার্যে কাল কাটাই।

যীশুর হৃদয়, যীশুর হৃদয় ধারণ করা চাই।
প্রার্থনাতে শাস্ত্রপাঠে রত থাকি তাই।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত: ৩৬৫, গীতাবলী: ৩৭৮, ধর্মগীত: ৪২৮

এবার তুমি যে দানের/উপকারের/প্রার্থনার কাজ করেছ তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। তোমার সহপাঠীর উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

উপহার ১৭

গান গাওয়া আর Video দেখা

শিক্ষক নিচের গানটির গাওয়ার মধ্য দিয়ে সেশন শুরু করতে পারেন। গানটি তোমার জানা না থাকলে YouTube থেকে দেখে নিতে পারো। বা তোমার বাবা-মা/অভিভাবক বা ভাই-বোন বা আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করতে পারো, হতে পারে তাঁরা কেউ গানটি জানেন এবং তোমাকে গেয়ে শোনালেন।

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।।
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে□
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।।
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব□ যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকলশ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন□
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে□
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে।।

খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ৭, গীতাবলী: ১৪১৭, ধর্মগীত: ৪৩৪ (সমতূল্য)

যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি
করেছ তা-ই আমার প্রতি ।।
খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি ক্ষুধিত যখন ছিলেম আমি
তৃষিত যখন ছিলেম আমি তৃষ্ণা মিটালে আমায় তুমি।।
দুয়ার খুলেছ আমায় তুমি গৃহহীন যখন ছিলেম আমি।
মলিন বেশে ছিলেম যখন বস্ত্র দিয়েছ তুমি তখন।
ক্লান্ত যখন ছিলেম আমি শক্তি এনেছ আমায় তুমি।
ভীত যখন ছিলেম আমি অভয় দিয়েছ শুধুই তুমি।
খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ৭ (সমতূল্য), গীতাবলী: ২১৫, ধর্মগীত: ৪৩৪ (সমতূল্য)

এরপর তোমাদের শিক্ষক তোমাদের হয়তো একটি video দেখাবেন। প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তুমি চাইলে এই link-এর (www.youtube.com/watch?v=osfQg৪yKtq৮) মজার video-টি আগেই দেখে নিতে পারো। চাইলে পাশের QR code-টিও ব্যবহার করতে পারো।

এখন মনোযোগ সহকারে video-টি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাবো।

- লোকটি কীভাবে আহত হয়েছিল?
- প্রথম পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?
- দ্বিতীয় পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?
- তৃতীয় পথিক কে ছিলেন? তিনি লোকটিকে দেখে কী করলেন?
- যীশু তৃতীয় পথিক সম্বন্ধে কী বলেছিলেন?
- এখানে ঐ বিপদগ্রস্ত লোকটির প্রতিবেশী কে?

বাড়ির কাজ

বাড়িতে গিয়ে তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে "প্রতিবেশী কে" তা নিয়ে আলোচনা করবে। পরবর্তী সেশনে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। তোমার বাবা-মা/অভিভাবক তোমার প্রশ্নটি বুঝতে না পারলে নিচের ঘরের লেখাটি দেখাও।

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,
আপনার সন্তান বা পোষ্য "প্রতিবেশী কে" এ সম্পর্কে যদি জানতে চায়
তাহলে আপনার ধারণা তাকে জানান।

উপহার ১৮

কার্ডের খেলা এবং পোস্টার তৈরি

এই সেশনে শিক্ষক তোমাদের মজার একটি খেলা খেলতে বলতে পারেন। খেলাটা কার্ড দিয়ে খেলা হতে পারে। শিক্ষকের দিকনির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শোনো। এরপর আনন্দ সহকারে সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে খেলাটায় অংশগ্রহণ করো।

এখানে তোমাদের একটি পোস্টারও তৈরি করতে হতে পারে। শিক্ষকের নির্দেশনা শুনে নিচে পোস্টারের একটি খসড়া করে ফেলো।

উপহার ১৯
গল্প শোনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে একটি মৌখিক প্রার্থনা ভক্তি সহকারে করো। একটি নমুনা প্রার্থনা নিচে দেওয়া হলো। শিক্ষক চাইলে তোমাকে নিয়ে অন্য প্রার্থনাও করতে পারেন।

হে পিতা পরমেশ্বর, আমরা তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি এবং ধন্যবাদ করি; তুমি আমাদের সকলকে সুস্থ রেখেছো, নিরাপদে রেখেছো এবং আমরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে পেরেছি। আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি। সকলকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখো। যারা খাদ্য পায় না তাদের খাদ্য দাও, যারা অসুস্থ আছে তাদের সুস্থ করো যেনো আমরা আবার সকলে মিলে তোমার ধন্যবাদ করতে পারি। আমেন।।

শিক্ষক তোমাদের একটি গল্প শোনাবেন। এটা কিন্তু রূপকথার গল্প নয়, সত্যি সত্যি ঘটে এমন একটি গল্প। তোমরা হয়তো এমন ঘটনা দেখেছ বা তোমাদের কারো কারো জীবনে ঘটেছে। এ ঘটনাতে মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু গল্পটি মনোযোগ সহকারে শোনো এবং দেখো শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এ গল্পটি তোমাদের মতো বয়সেরই নমি নামের একজনের গল্প।

নমি এবং তার ঠাকুরদাদা রিকশায় করে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ করে একটি মোটর সাইকেলের সাথে তাদের রিকশাটির ধাক্কা লাগে। আর তারা দুজন এবং রিকশাওয়ালা এই ধাক্কায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা নমিদেরকে কয়েকজন লোক দেখেও সাহায্য না করে চলে যায়। এরপর আরও একদল লোক ওদেরকে দেখতে পায় কিন্তু তারাও সাহায্য না করে চলে যায়। নমির মনে হচ্ছিলো ঐ দলে কেউ কেউ ছিলো যারা ওদের বাসার পাশেই থাকে। এভাবে আরও কিছু সময় পার হয়। আরও পরে একজন পথিক আসেন এবং নমিদেরকে পাশ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। নমির সারা শরীরে ব্যথা করছিলো, ওর ঐ সুহৃদ পথিকের চেহারাটি মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে যে লোকটির হাত বেশ উষ্ণ ছিলো।

এই গল্পে নমির প্রতিবেশী কে ছিল? তুমি যাকে প্রতিবেশী হিসেবে চিহ্নিত করেছ সে কেনো প্রতিবেশী হলো। এ গল্পের চরিত্রগুলো হলো: মোটর সাইকেল আরোহী, রিকশাওয়ালা, প্রথমবারের লোকেরা, দ্বিতীয় লোকের দল যেখানে নমিদের পাশের বাসার কিছু লোকও ছিল, তৃতীয়বারের একজন পথিক।
এ চরিত্রগুলোর মধ্যে ভেবে দেখো তো কাকে তোমার প্রতিবেশী মনে হয় এবং কেনো মনে হয়। শিক্ষক

তোমাকে হয়তো এ কাজটি বাড়ির কাজ হিসেবে দিতে পারেন। তোমার ভাবনা গুছিয়ে সুন্দরভাবে লিখে ফেলো নিচের নির্ধারিত ঘরে। পরবর্তী সেশনে এই লেখাটি শিক্ষককে দেখাতে পারো।

উপহার ২০-২১

প্রকৃত ভালোবাসা

শুভেচ্ছা বিনিময় করো এবং নিচের গানটি সবাই মিলে গাও।

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী।।
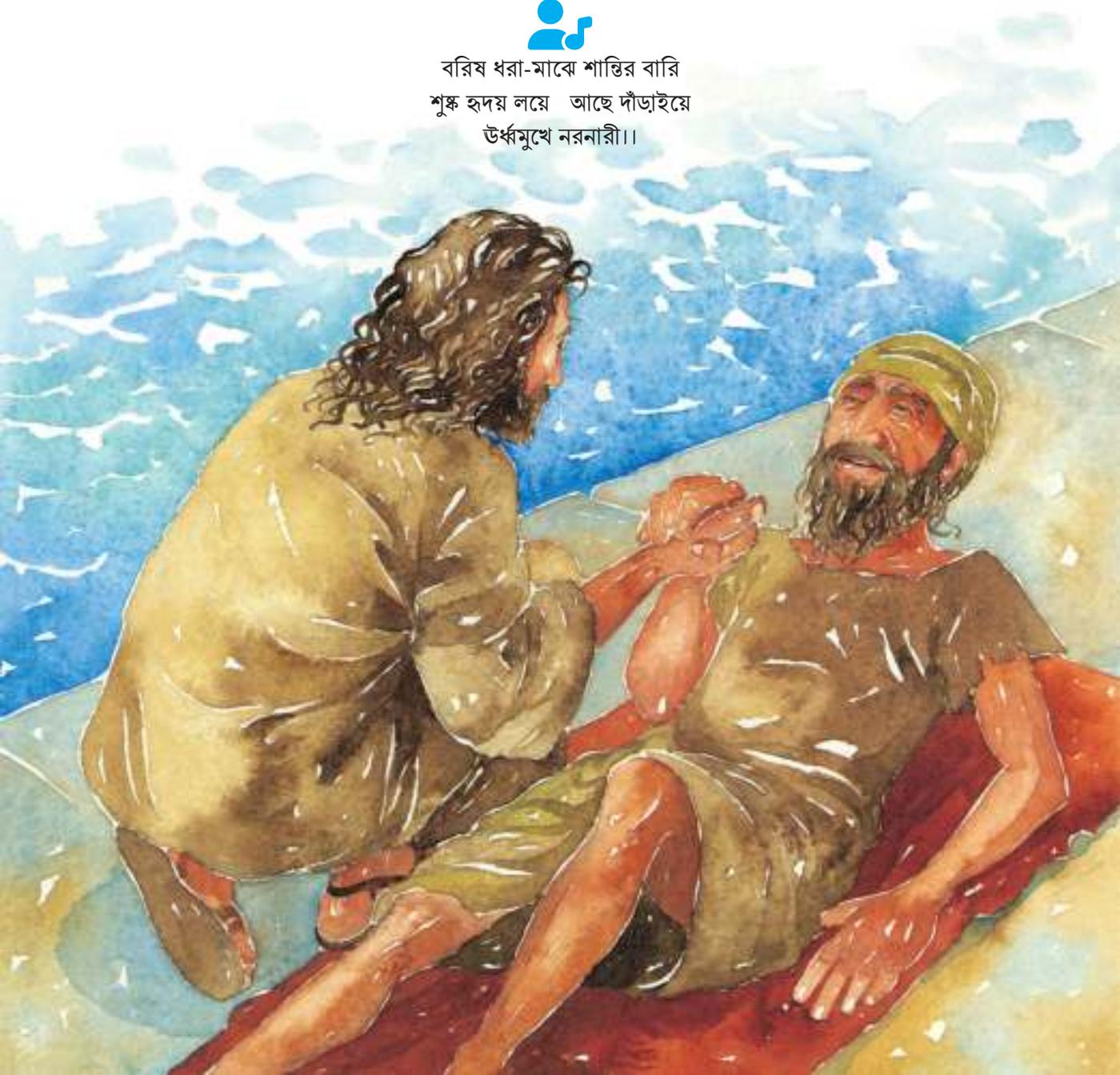
না থাকে অন্ধকার,   না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক,   প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি।।

কেন এ হিংসাদ্বেষ,   কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম   পাষাণহৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি।।
খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ১২, গীতাবলী: ২২৯ (সমতূল্য), ধর্মগীত: ৪৩৪

প্রভু যেমন আমাদের ভালবেসেছেন
এসো আমরা তেমনই পরস্পরকে ভালবাসি।।
খ্রীষ্ট সংগীত: রবীন্দ্রসঙ্গীত ১২ (সমতূল্য), গীতাবলী: ২২৯, ধর্মগীত: ৪৩৪ (সমতূল্য)

তোমার প্রতিবেশী বিষয়ে ভাবনাগুলো তুমি খাতায় লিখেছিলে। এখন তোমাকে প্রতিবেশী নিয়ে যীশু কী ভাবেন সেটা জানাই।

যদিও প্রতিবেশী বলতে আমরা সাধারণত আমাদের বাসার আশেপাশের সবাইকে বুঝি কিন্তু যীশু বলেন যে যারা আমাদের সাহায্য করেন তারাই আমাদের প্রতিবেশী। তারা দূরে থাকুক কি কাছে থাকুক। তাই নমি'র গল্পের প্রতিবেশী হলো ঐ তৃতীয়বারের পথিক। চলো পড়ে দেখি, প্রতিবেশী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা সম্মন্ধে যীশু আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন।
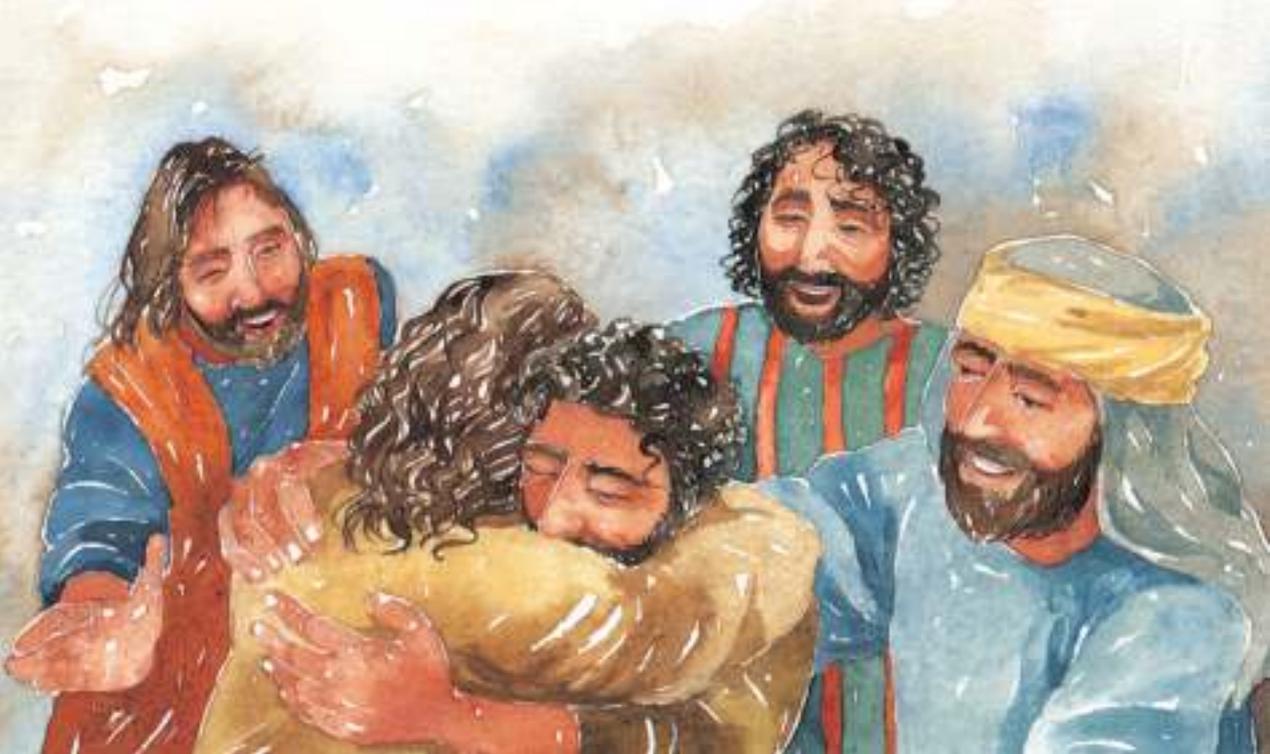
তিনি আমাদের প্রথমে ভালবেসেছিলেন বলেই আমরা ভালবাসি। যে বলে সে ঈশ্বরকে ভালবাসে অথচ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী; কারণ চোখে দেখা ভাইকে যে ভালবাসে না সে অদেখা ঈশ্বরকে কেমন করে ভালবাসতে পারে? আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তারা যেন ভাইকেও ভালবাসে।

১ যোহন ৪:১৯-২১

একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা একে অন্যকে ভালোবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালোবেসো। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাসো তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য।

যোহন ১৩:৩৪-৩৫

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

এই দুইটি অংশে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। তোমার চারপাশে যারা বসবাস করে তাদের সাথে সুন্দর ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে শান্তিতে বসবাসের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নিজের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে না থাকলে প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় না। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়।

এই মানুষকে ভালোবাসার দুইটি বাস্তব উদাহরণ পাশের পৃষ্ঠায় দেখবে। তোমার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো দেশজুড়ে এবং পুরো বিশ্বজুড়ে ঘটা এরকম আরও অনেক উদাহরণের কথা তোমায় জানাতে পারেন। সংবাদপত্রে এবং সংবাদেও এরকম উপকারের কথা পড়বে, শুনবে বা দেখবে। যারা মানুষের উপকার করে, মানুষকে ভালোবাসে, ঈশ্বর তাদের অনেক ভালোবাসেন।

↑ সিলেট শহরে ডা. সিস্টার সুধা জাসিন্তা গমেজ একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে আদিবাসী দুস্থ নারীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন, ২০১৩। আলোকচিত্র/ডা. এডওয়ার্ড পল্লব রোজারিও/কারিতাস বাংলাদেশ

↑ চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের একটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম চলছে, ২০২১। আলোকচিত্র/ডা. এডওয়ার্ড পল্লব রোজারিও/কারিতাস বাংলাদেশ

উপহার ২২-২৩

প্রতিবেশী কে?

তোমাকে আরও একটা মজার গল্প শোনাই। এটি হলো দয়ালু শমরীয়ের গল্প। তুমি আগেও এটি শুনে বা পড়ে থাকতে পারো। এসো পবিত্র বাইবেলে এ সম্পর্কে কী আছে তা দেখি।

লূক ১০:২৫-৩৭ বাইবেলের অংশটি শিক্ষক নাটিকার মতো করে পাঠ করার জন্য তোমাদের বলতে পারেন। একজন হবে ধর্মশিক্ষক এবং অন্যজন যীশু। তুমি আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো। কারণ শিক্ষক তোমার বন্ধুর সাথে তোমাকেও পাঠ করার সুযোগ দিতে পারেন।

ধর্মশিক্ষক: গুরু, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?

যীশু: মোশির আইনকানুনে কি লেখা আছে? সেখানে কি পড়েছেন?

ধর্মশিক্ষক: তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে।

যীশু: আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন তবে জীবন পাবেন।

ধর্মশিক্ষক: আমার প্রতিবেশী কে?

যীশু: একজন লোক যিরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ল। তারা লোকটির কাপড় খুলে ফেলল এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেল। পরে একজন পুরোহিত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসল এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর শমরিয়া প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসল। তাকে দেখে তার মমতা হল। লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আংগুর রস ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর তার নিজের গাধার উপর তাকে বসিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা যত্ন করল। পরের দিন সেই শমরীয় দুটা দীনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশী খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।

এখন আপনার কি মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই
ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?

ধর্মশিক্ষক: যে তাকে মমতা করল সেই লোক।

যীশু: তা হলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।
লূক ১০:২৫-৩৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

দয়ালু শমরীয়ের ঘটনা অচেনা বা অপরিচিত মানুষকে সেবা করার একটি উদাহরণ। এখানে ভালোবাসার দুটি দিক প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমত ঈশ্বরের ভালোবাসা। দয়ালু শমরীয় ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রকাশ করে। দয়ালু শমরীয় যেমন আঘাতপ্রাপ্ত লোকটিকে যত্ন করেছিলেন ও ভালোবেসেছিলেন, ঈশ্বরও তেমনি সকল মানুষকে যত্ন করেন ও ভালোবাসেন।

দ্বিতীয়ত প্রতিবেশীকে ভালোবাসা। ব্যাপক অর্থে সকল মানুষই আমাদের প্রতিবেশী। আমরা যখন যেথায় যাই সেখানের মানুষ আমাদের প্রতিবেশী হয়ে উঠে। তাই সকল মানুষের যত্ন নেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সর্বোপরি বলা যায় যীশু কোনো নির্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণের মানুষের কথা বলেননি। তিনি সকল মানুষের কথা বলেছেন। সকল মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। তাই এসো আমরা সকলে পরস্পরকে ভালোবাসি।

উপহার ২৪-২৫

অভিনয় করবো

প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে তোমরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে। কাজটি কীভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে বলবেন। তুমি যাতে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারো সেজন্য চুপি চুপি তোমাকে বলে রাখছি। অভিনয়ের চরিত্রগুলো লটারির মাধ্যমে শিক্ষক তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন। কাজটি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় করতে হবে। প্রতিটি কাগজে দুটি করে চরিত্র লেখা থাকবে। শিক্ষক তোমাদের জোড়ায় ভাগ করে দিবেন। এক জোড়া শিক্ষার্থী কোনো একটি চিরকুট তুলবে। চিরকুটে দুইটি চরিত্রের উল্লেখ থাকবে। তোমার জোড়ার চিরকুট থেকে জানতে পারবে তোমাদের কোন দুইটি চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিবে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে।

অভিনয়ের জন্য জোড়া চরিত্রের কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

- ① গরিব অসুস্থ ব্যক্তি ② ধনী ব্যক্তি
- ① বৃদ্ধ ব্যক্তি ② তরুণ ব্যক্তি
- ① চিকিৎসক ② দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি
- ① দেখতে পায় না এমন ব্যক্তি ② দেখতে পায় এমন ব্যক্তি
- ① ঠিকানা জানে না এমন ব্যক্তি ② ঠিকানা জানে এমন ব্যক্তি

ভূমিকাভিনয়
অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে যীশু কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা তো তোমরা জেনেছ। এই জানার ভিত্তিতে আজকে একটা মজার কাজ করবে। তোমাদের কিছু চরিত্র অভিনয় করে দেখাতে হবে। এই চরিত্রগুলো বাস্তব জীবনে আমরা সব সময় দেখি। কিন্তু তোমাদের কাজ হবে যীশুর শিক্ষার আলোকে এই চরিত্রগুলোকে এমনভাবে রূপায়িত করা যাতে তোমাদের মাঝে যীশুর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

তোমাকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিয়ে বিপদগ্রস্ত বা পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে যে, তোমাকে যদি বিপদগ্রস্ত বা পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির অভিনয় করতে হয় তোমাকে আত্মমর্যাদা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

অভিনয় শেষে তোমাদের অভিনীত বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা হতে পারে। তোমাদের লক্ষ রাখতে হবে, তোমরা যে যেই ভূমিকায় অভিনয় করো না কেন তাতে যেন যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটে।

বাড়ির কাজ
তোমরা বিপদগ্রস্ত কারো প্রতি দয়ার বিভিন্ন অভিনয় করেছ বা বাস্তবজীবনে দেখেছ। এবার সত্যি সত্যি তোমাকে তোমার বাসার আশেপাশে, এলাকায়, অর্থাৎ তোমার পরিমণ্ডলে ভালো কাজ করতে হবে। এজন্য তোমাকে তোমার পক্ষে করা সম্ভব এমন দুটি কাজের কথা লিখে নিয়ে আসতে হবে। যেমন হতে পারে, শীতার্তকে শীতবস্ত্র দেওয়া, অথবা সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে খেলনা দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষক ইচ্ছে করলে দলে ভাগ করেও এই বাড়ির কাজটি তোমাদের করতে দিতে পারেন।

উপহার ২৬

কাজ বাছাই

শিক্ষক তোমাদের সমবেত কণ্ঠে অপরকে সাহায্যের বা পরোপকারের একটি গান গাইতে বলবেন। তোমার বন্ধুদের সাথে তুমিও অংশগ্রহণ করো।

বাড়ির কাজ

এবার তোমার লিখে আনা কাজগুলো শিক্ষক পড়ে দেখবেন এবং কী কারণে তোমরা এ কাজগুলো বাছাই করেছ তা তিনি জানতে চাইতে পারেন। তোমাদের এ দুটি কাজের মধ্য থেকে একটি কাজ বেছে নিতে হবে যা পরবর্তী সেশনের আগে তোমাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে। যদি তোমার লিখে আনা কাজের মধ্যে কোনোটাই সহজসাধ্য না হয় তবে চিন্তা করো না, শিক্ষক তোমার সুবিধামতো কোনো কাজ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

তোমাকে লক্ষ রাখতে হবে, কাজগুলো এমন হবে না যে শুধু টাকা দিয়ে করে ফেলা যাবে। আরও লক্ষ রাখতে হবে, যাতে কাজগুলোর মূল ভূমিকায় থাকে সহানুভূতি এবং ভালোবাসা। একটা উদাহরণ দিই, কোনো প্রতিষ্ঠানে শুধু অর্থ দানের বদলে তুমি নিজের হাতে শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র বন্টন করেছ এমন একটি কাজকে বেছে নিতে পারো।

এবার কাজটি তুমি কীভাবে করবে তা তোমাকে পরিকল্পনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার পরিকল্পনা শিক্ষক শুনবেন এবং কোনো পরামর্শ থাকলে তিনি তোমাকে সহায়তা করবেন। তবে কাজটি তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সেশনের আগেই সম্পন্ন করতে হবে।

পরবর্তী সেশনে তোমাদের করা কাজগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে কোনো কার্যক্রম করা হলে তা করার জন্য প্রস্তুত থেকো কিন্তু। হতে পারে তোমাদের সেশনে কোনো একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখতে বলা হলো বা উপস্থাপন করতে বলা হলো।

উপহার ২৭-২৮

ভালো কাজ

শিক্ষক একটি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই সেশন শুরু করবেন। একাগ্রচিত্তে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

বাড়ির কাজ

তোমরা তোমাদের এলাকার আশেপাশে বা পরিমণ্ডলে ভালো কাজ করে এসেছো এজন্য শিক্ষক তোমাকে ধন্যবাদ আনাবেন। তুমি যদি এই ভালো কাজ করতে গিয়ে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা share করতে চাও তাহলে সংক্ষিপ্তভাবে সে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো। হতে পারে এই ভালো কাজটা করতে যেয়ে ঘটা কোনো ঘটনা তুমি সবাইকে জানাতে চাও।

ভালো কাজের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তোমাদের শ্রেণিকক্ষে বসে লিখতে হবে। যদি দলগতভাবে তোমরা কাজটি করে থাকো তবে দলগতভাবেই এ প্রতিবেদনটি লিখতে হবে। এজন্য শিক্ষক হয়তো তোমাদের ২০ মিনিট সময় বেঁধে দিতে পারেন। প্রতিবেদনে কী কী থাকবে তা শিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন।

যা যা থাকতে পারে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হলো।

- **শিরোনাম:**
  বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিরোনাম লিখবে
- **সূচনা:**
  একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যেখানে তোমার বাড়ির কাজটি কী ছিলো সে সম্পর্কে লিখবে
- **ভালো কাজটির বর্ণনা:**
  কয়েকটি অনুচ্ছেদ যেখানে কবে কখন তুমি কাজটি করেছো, কী কাজ করেছো, কাদের জন্য করেছো তা বর্ণনা করতে হবে
- **এই ভালো কাজটি বাছাই করার কারণ:**
  একটি অনুচ্ছেদ যেখানে তোমাকে লিখতে হবে এই নির্দিষ্ট ভালো কাজটি কেনো তুমি বেছে নিয়েছো
- **যীশু কি তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন:**
  একটি অনুচ্ছেদ যেখানে তোমাকে লিখতে হবে তোমার করা কাজটিতে যীশুর শিক্ষার কেমন প্রতিফলন ঘটেছে

তুমি চাইলে তোমার প্রতিবেদন আর্ট পেপার, রংপেন্সিল ইত্যাদি ব্যবহার করে অলংকরণ করতে পারো।

প্রতিবেদন উপস্থাপন

এবারে একে একে তোমাদের প্রত্যেককে লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। যদি দলগতভাবে প্রতিবেদন লিখে থাকো তবে দল থেকে একজনকে এসে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেকের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক তোমাদের feedback দিবেন (এবং অনেক ধন্যবাদও!)।

অঞ্জলি ৩
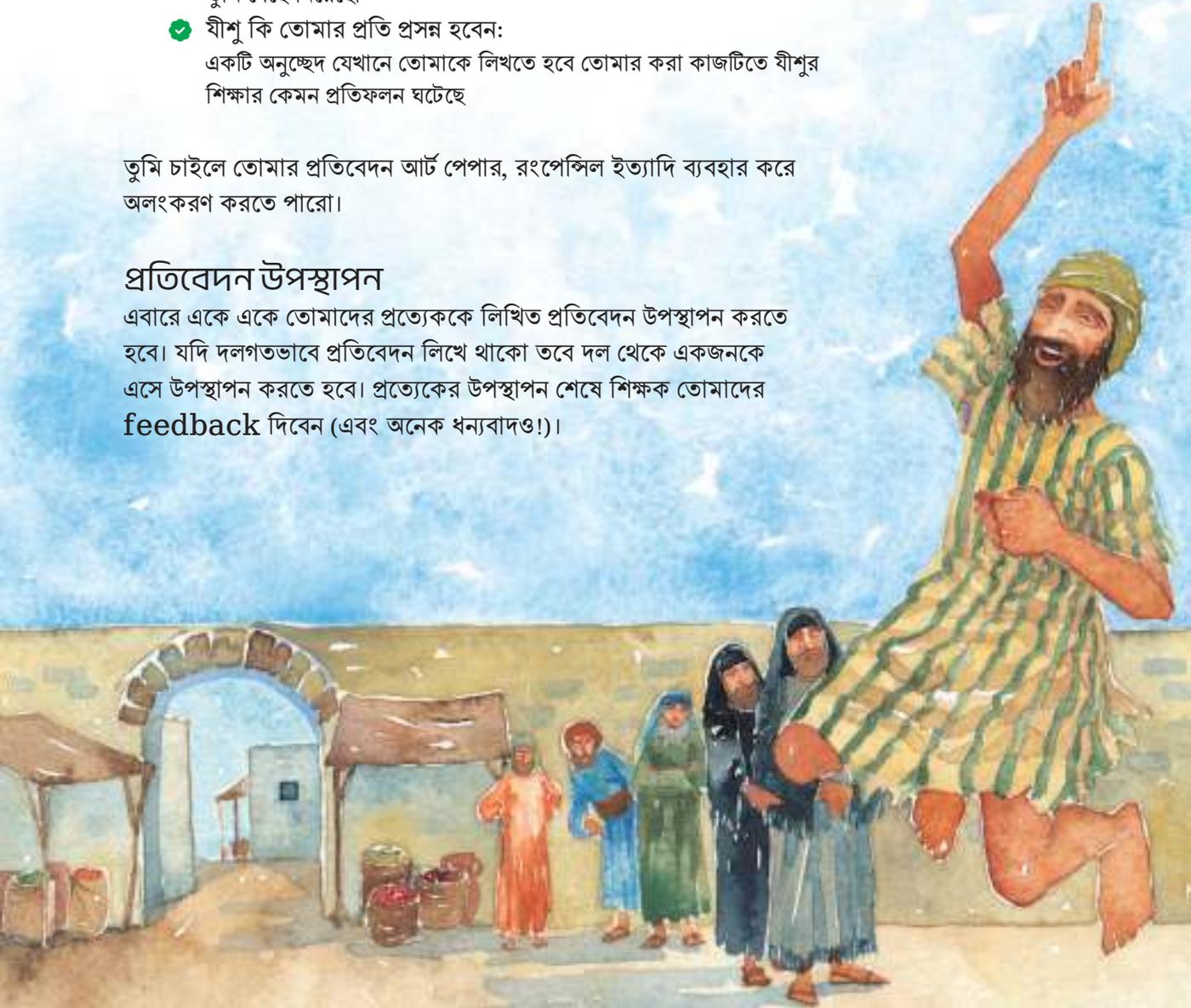
প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাকে এ অঞ্জলি চলাকালীন কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন যা তোমাকে অনুভব করাবে যে তুমি একজন দয়ালু, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালো মানুষ হয়ে উঠছ। আর এই অঞ্জলিতে তুমি জানতে পারবে খ্রীষ্টধর্মের আলোকে কীভাবে তুমি নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ করবে। আরও জানতে পারবে কীভাবে তুমি তোমার আশপাশের সবার প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান* করতে পারবে।

* "সহাবস্থান" কিন্তু বড়ো একটা শব্দ! যার মানে হলো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব আর আনন্দ নিয়ে ভিন্ন মতের ভিন্ন বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন মানুষ কে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে

উপহার ১

চলো, যীশু-কে আরো জানি

তুমি এই সেশনে একটি মজার খেলায় অংশগ্রহণ করবে। খেলাটির জন্য তোমার শিক্ষক ব্যবহার করবেন তিনটি বস্তু। যেমন পাউরুটি/রুটি/বনরুটি, একটি হাতুড়ি এবং একটি ক্রুশ। প্রতিটি বস্তুর সাথে একটি লম্বা সুতা লাগানো থাকবে। যার অন্য প্রান্তে একটি করে বিবরণী কাগজ লাগানো থাকবে। প্রতিটি বস্তুর জন্য বিবরণী কাগজে নির্ধারিত বিবরণটি লেখা থাকবে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গা যেমন জানালা, কোনো খুঁটি বা পিলারে সুতাটি লাগিয়ে দিবেন। তুমি বস্তুগুলোর সুতা ধরে ধরে বিবরণী কাগজটির কাছে এগিয়ে যাও। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো বিবরণী কাগজটিতে কী লেখা আছে। মজার কোনো বিষয় আছে কি! বিবরণী কাগজটি এবার পড়ো।

বিবরণী কাগজগুলোতে যা যা লেখা আছে, তা এখানেও তোমার জন্য দেওয়া হলো।

কেন পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ?
পাঁচটি রুটি দুটি মাছ দিয়ে যীশু প্রার্থনা করে ৫,০০০ মানুষের ক্ষুধা মিটিয়েছিলেন।

কেন হাতুড়ি?
যীশুর পালক পিতা একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। এমন একটি হাতুড়ি দিয়ে যীশু শৈশবে তার পিতাকে কাজে সাহায্য করতেন।

কেন ক্রুশ?
যীশু মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তুমি যখন এ কাজটি করবে শিক্ষক হয়তো তোমার কাজটি তদারকি করবেন। তাতে তুমি ভয় পেয়ো না। খেলা শেষে তুমি তোমার আসনে বসবে। শিক্ষক তোমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, "এ সব বস্তু কার জীবনের কথা তোমাদের জানায়?" তুমি কিন্তু সঠিক উত্তর দিও। তোমাকে বলতে হবে "যীশু"।
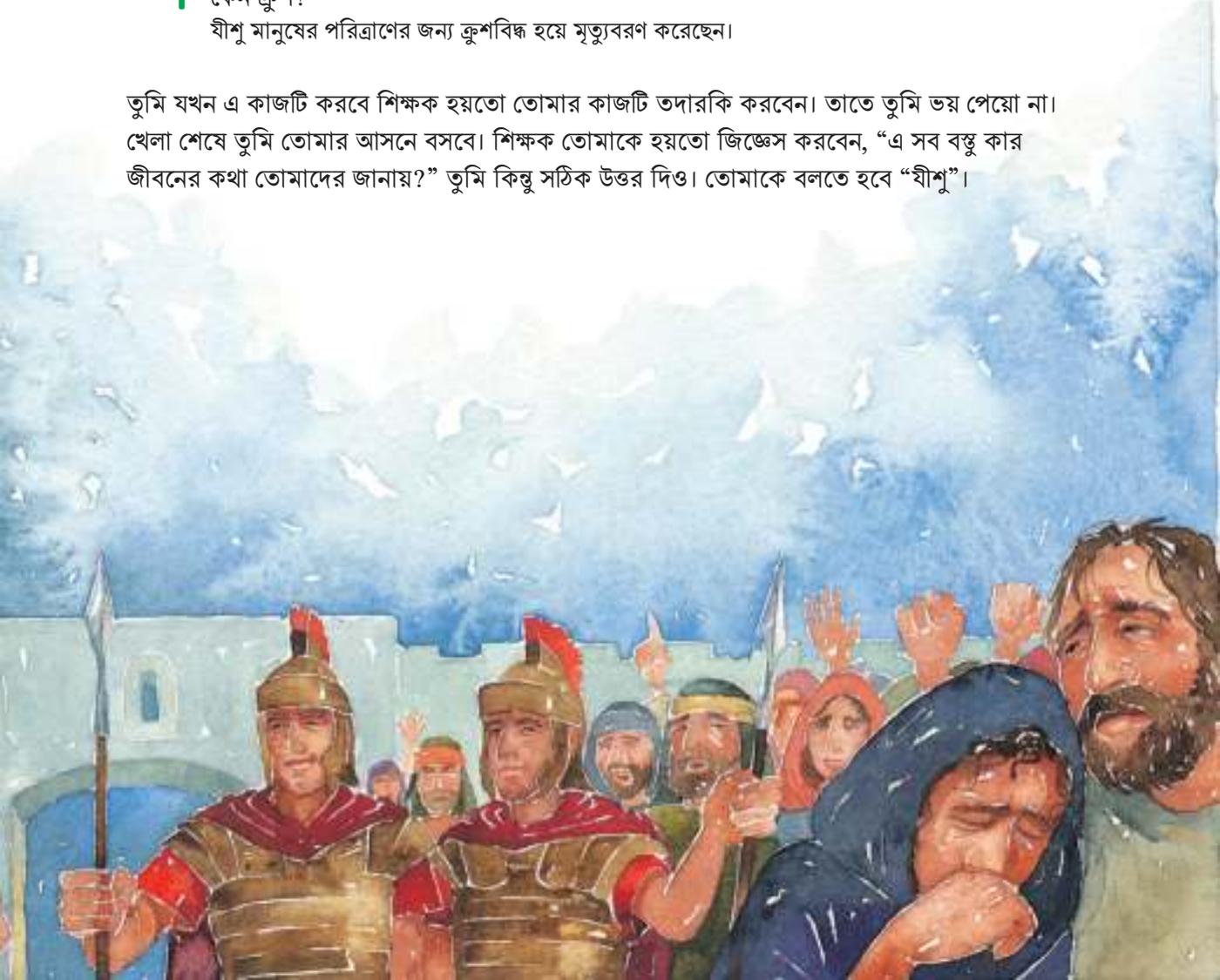
উপহার ২

যীশু-কে নিয়ে ভাবি

আজকে তোমাকে একটি নতুন ধরনের কাজ করতে হতে পারে। কাজটি খুব সহজ। তুমি “কবে প্রথম যীশু’র নাম শুনেছিলে?” শিক্ষক তা তোমাকে বোর্ডে লিখতে বলবেন। তুমি তা মনে করতে চেষ্টা করো। লেখার আগে তুমি একটু চিন্তা করে নিয়ো। শিক্ষক তোমাকে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে পারেন। সেটি হলো, “তুমি এখন যীশু’র সম্পর্কে কী জানো □ তিনি তোমার কাছে কে?” তোমাকে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে, পরে খাতায় উত্তর লিখতে হবে। এটা তোমার বাড়ির কাজ।

তুমি একটুও ভয় পেয়ো না কারণ তুমি যদি মনে করতে না পার তাহলে তুমি তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলে পরবর্তী সেশনে বলতে পারো। যেহেতু তোমার সময় আছে তাই তুমি তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের কাছ থেকে জেনে নাও। এতে তোমার উত্তর দিতে সহজ হবে। যদি বাবা-মা/অভিভাবক না বুঝতে পারে তবে নিচের লেখাটি তাদের দেখাও।

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,
আপনার সন্তান/পোষ্য “যীশু কে” এ বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চায়। তাকে সময় দিন। এটা তার শিখন প্রক্রিয়ার অংশ।

উপহার ৩-৪

দলগত আলোচনা

আজকের সেশনটি দলগতভাবে হবে। তুমি একটি দলে কাজ করবে। শিক্ষক কয়েকটি দলে সকলকে ভাগ করবেন। তোমরা যাতে আলোচনা করে প্রত্যেক দলে একজন দলপ্রধান তৈরি করতে পারো সে বিষয়ে শিক্ষক সহায়তা করবেন। কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দলপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় শিক্ষক সে-বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। তোমার যদি দলপ্রধান হতে ইচ্ছে হয় তাহলে তুমি বলতে পারো। শিক্ষক তোমাদের দেওয়া উত্তরগুলো দলে আলোচনা করতে বলবেন।

এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো নিজের লিখে আনা উত্তরগুলো অপর শিক্ষার্থীর সাথে share করে আরও গভীরভাবে যীশুর ঐশ্বরিক মহিমান্বিত জীবন সম্পর্কে জানতে এবং ভাবতে পারা। শিক্ষক আলোচনার জন্য ২০—৩০ মিনিট সময় দিতে পারেন। আলোচনা শেষ হলে প্রতিটি দলের দলপ্রধান তাদের আলোচনার সারাংশ উপস্থাপন করবে। তুমি যদি দলপ্রধান হও তবে সুন্দরভাবে তা উপস্থাপন করো।

যীশু'র গুণাবলী

তুমি যীশু'র অনেক মানবিক ও ঐশ্বরিক গুণাবলি বিষয়ে জেনেছো। তোমার এ জানার সাপেক্ষে শিক্ষক তোমাকে আজকে একটি নতুন কাজ করতে বলবেন। কাজটির জন্য শিক্ষক প্রথমে তোমাদের দলে দলে ভাগ করে দিবেন। এরপর নিচের টেবিলটি তোমাকে দেওয়া হবে যা ব্যবহার করে তোমরা দলগত আলোচনাটি করবে এবং সাথে সাথে নিজের খাতায় টেবিলটি লিখবে এবং পূরণ করবে।

যীশু-কে নিয়ে ভাবনা	অনুসরণীয় গুণ

যীশু-কে নিয়ে যে কথাগুলো ভেবেছো তা বাম দিকের কলামে একটি একটি করে লিখো। এরপর ডান দিকের কলামে ঐ পরিচয়ের প্রেক্ষিতে যে অনুসরণীয় গুণটি তুমি চিহ্নিত করতে পারো তা লিখো। টেবিলটি এরকম হতে পারে:

যীশু-কে নিয়ে ভাবনা	অনুসরণীয় গুণ
প্রথম যীশু'র নাম এবং তার মহান জীবনের গল্প শুনেছি বাবা-মা/অভিভাবক/দাদু/ঠাকুরদাদার কাছে	দয়ালু হওয়া/পরোপকারী হওয়া/ক্ষমাশীল হওয়া ইত্যাদি

কাজটি শেষ হলে শিক্ষক পূরণকৃত টেবিলগুলো জমা নিবেন। সবগুলো টেবিল থেকে পাওয়া অনুসরণীয় গুণগুলো একত্রিত করে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। যীশু'র গুণ এবং যীশু-কে নিয়ে আরো জানবে সামনের সেশনগুলোতে।

উপহার ৬-৭
যীশু

আজকে শিক্ষক বাইবেল বা শিশুতোষ বাইবেল থেকে মথি ১৬:১৩-২০ ও যোহন ১:১,১৪ পদ শ্রেণিকক্ষে তোমাদের পাঠ করে শোনাবেন। শিক্ষক যখন পাঠ করবেন তখন খুব ভালো করে শোনো। কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে শিক্ষকের কাছে জেনে নিয়ো।

যীশু ঈশ্বর পুত্র। তিনি মানুষ বেশে এ পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর মানবিক ও ঐশ্বরিক কাজ দেখে তাঁর সময়ের মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে তিনি আসলে কে। যীশুর জীবন ও পবিত্র বাইবেল "যীশু কে" এ প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের সাহায্য করে। চলো দেখি পবিত্র বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

পরে যীশু যখন কৈসরিয়া-ফিলিপি এলাকায় গেলেন তখন
শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "মনুষ্যপুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি
বলে?" তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ
কেউ বলে এলিয়, আবার কেউ কেউ বলে যিরমিয় বা নবীদের মধ্যে একজন।"
তখন তিনি তাঁদের বললেন,"কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?"
শিমোন-পিতর বললেন,"আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"
উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন,"শিমোন বার-যোনা, তুমি ধন্য, কারণ কোন মানুষ
তোমার কাছে এটা প্রকাশ করে নি; আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। আমি
তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গড়ে
তুলবো। নরকের কোন শক্তিই তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।
আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলো দেব, আর তুমি এই
পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে এবং
যা খুলবে তা স্বর্গেও খুলে দেওয়া হবে।"
এর পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাবধান
করে দিলেন যেন তাঁরা কাউকে না
বলেন যে, তিনিই মশীহ।

মথি ১৬:১৩-২০

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

লোকেরা যীশু সম্পর্কে কী বলেন, যীশু তা শিষ্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। আর শিষ্যরা তা যীশুকে বলেছিলেন। কেউ যীশুকে এলিয়, যিরমিয়, আবার কেউ বলে যীশু নবীদের মধ্যে একজন ইত্যাদি। তখন যীশু শিষ্যদের কাছে জানতে চাইলেন যে শিষ্যরা যীশু সম্পর্কে কী ভাবে। তখন শিমোন-পিতর গভীর বিশ্বাস নিয়ে বললেন যে যীশু সেই জীবন্ত মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু তাদের বললেন যে পিতরের বিশ্বাসের ওপর তিনি মণ্ডলী স্থাপন করবেন। সেই মণ্ডলী জগতের কোনো মন্দ শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারপর যীশু তাদের সুখবর প্রচারের ও আরোগ্য করার শক্তি প্রদান করলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশু কে, যীশুর ক্ষমতা ও যীশু যে অন্যদের থেকে আলাদা তা আমরা বুঝতে পারি। আমরা এও বুঝতে পারি যে যীশু মানুষের বেশে ঈশ্বর-পুত্র হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন।

প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন।
যোহন ১:১

সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।
যোহন ১:১৪

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু নিজেই বাক্য ছিলেন। এখানে বাক্য বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে, একই সাথে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাকেও বোঝানো হয়েছে। সেই বাক্য দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছিলো। যীশু নিজেই ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে থাকতেন। তিনি মানব বেশে পৃথিবীতে আসলেন। যেন পাপী মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়।

যীশু খ্রীষ্টের মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট দয়া ও সত্যে পরিপূর্ণ। তিনি দয়াবান এবং সত্যময় ঈশ্বর। আমরাও যীশুর মতো দয়াবান ও সত্যবাদী হব।

উপহার ৮-১১

মূল্যবোধ

শিক্ষক আজ তোমাদের দুই/তিনজনকে হয়তো লূক ৩:১০-১৪ পদ ও ১৬:১-১৮ পদগুলো ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতে বলবেন। তোমাকেও একটি অংশ পাঠ করতে হবে। পাঠ করার সময় শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করো। তোমার শ্রেণির অন্যরা কীভাবে উচ্চারণ করে তাও খেয়াল রাখো। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে লূক ৩:১০-১৪, ১৬:১-১৮ পদের আলোকে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তুমি না বুঝলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করো, শিক্ষক তোমাকে বুঝিয়ে বলবেন।

পরিবারে ও সমাজে ভালো জীবন যাপন করতে হলে আমাদের কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। চলো যীশু এ বিষয়ে কী বলেছেন তা পাঠ করি।

তখন লোকেরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আমরা কি করব?"
যোহন তাদের বললেন, "যদি কারও দু'টা জামা থাকে তবে যার জামা নেই সে তাকে একটা দিক। যার খাবার আছে সেও সেই রকম করুক।"
কয়েকজন কর-আদায়কারী বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য এসে যোহনকে বলল, "গুরু, আমরা কি করব?"
তিনি তাদের বললেন, "আইনে যা আছে তার বেশী আদায় কোরো না।"
কয়েকজন সৈন্যও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আর আমরা কি করব?"
তিনি সেই সৈন্যদের বললেন, "জুলুম করে বা অন্যায়ভাবে দোষ দেখিয়ে কারও কাছ থেকে কিছু আদায় কোরো না এবং তোমাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থেকো।"

লূক ৩:১০-১৪

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

যীশু আমাদের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন। গরিব, অসহায় ও অবহেলিত মানুষদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা অন্যায়ভাবে কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না। মানুষের কাছ থেকে পাওনার অতিরিক্তও কিছু গ্রহণ করা অন্যায়। জোর করেও কিছু আদায় করব না। নিজের অর্জিত অর্থে আমরা সন্তুষ্ট থাকব। সমাজের সব ধরনের মানুষের সাথে ভালো আচরণ করার শিক্ষা যীশুর জীবন থেকে আমরা নিতে পারি।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কোন এক ধনী লোকের প্রধান কর্মচারীকে এই বলে দোষ দেওয়া হল যে, সে তার মনিবের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করছে। তখন ধনী লোকটি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমি এ কি শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি আর প্রধান কর্মচারী থাকতে পারবে না'।"

"তখন সেই কর্মচারী মনে মনে বলল,"আমি এখন কি করি? আমার মনিব তো আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটি কাটবার শক্তি আমার নেই, আবার ভিক্ষা করতেও লজ্জা লাগে। যা হোক, চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে পর লোকে যাতে আমাকে তাদের বাড়ীতে থাকতে দেয় সেইজন্য আমি কি করব তা আমি জানি।"

"এই বলে যারা তার মনিবের কাছে ধার করেছিলো তাদের প্রত্যেককে সে ডাকল। তারপর সে প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মনিবের কাছে তোমার ধার কত?' সে বলল, 'দু' হাজার চারশো লিটার তেল।' সেই কর্মচারী তাকে বলল, 'যে কাগজে তোমার ধারের কথা লেখা আছে সেটা নাও এবং শীঘ্র বসে এক হাজার দু'শো লেখ।' সেই কর্মচারী তারপর আর একজনকে বলল, 'তোমার ধার কত?' সে বলল, 'আঠার টন গম।' কর্মচারীটি বলল, 'তোমার কাগজে সাড়ে চৌদ্দ টন লেখ।' সেই কর্মচারী অসৎ হলেও বুদ্ধি করে কাজ করল বলে মনিব তার প্রশংসা করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, এই জগতের লোকেরা নিজেদের মত লোকদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে আলোর রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। আমি তোমাদের বলছি, এই মন্দ জগতের ধন দ্বারা লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, যেন সেই ধন ফুরিয়ে গেলে পর চিরকালের থাকবার জায়গায় তোমাদের গ্রহণ করা হয়। সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বাসযোগ্য সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাসযোগ্য হয়। সামান্য ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না। এই জগতের ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায় তবে কে তোমাদের বিশ্বাস করে আসল ধন দেবে? অন্যের অধিকারে যা আছে তা ব্যবহার করবার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায়, তবে তোমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য কেউ কি তোমাদের কিছু দেবে?

"কোন দাস দু'জন কর্তার সেবা করতে পারে না, কারণ সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে, কিম্বা সে একজনের প্রতি মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই দু'য়েরই সেবা তোমরা একসঙ্গে করতে পার না।"

এই সব কথা শুনে ফরীশীরা যীশুকে ঠাট্টা করতে লাগলেন, কারণ তারা টাকা-পয়সা বেশী ভালবাসতেন। তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আপনারা লোকদের সামনে নিজেদের ধার্মিক

দেখিয়ে থাকেন কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের মনের অবস্থা জানেন। মানুষ যা সম্মানিত মনে করে ঈশ্বরের চোখে তা ঘৃণার যোগ্য।

“বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় পর্যন্ত মোশির আইন-কানুন এবং নবীদের লেখা চলত। তারপর থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুখবর প্রচার করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সঙ্গে সেই রাজ্যে ঢুকছে। তবে আইন-কানুনের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবী শেষ হওয়া সহজ।”

লূক ১৬:১-১৭

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

জীবনে সততা ও ন্যায্যতা ধারণ করে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব এবং অন্যের সম্পত্তির প্রতি লোভ করব না। অন্য মানুষের কোনো কিছুতেই লোভ করব না। মিথ্যা বলে অতিরিক্ত গ্রহণ করা থেকে নিজেকে সংযত রাখব। মানুষের সাথে প্রতারণা করব না। ধনের মোহ থেকে দূরে থাকব। সব ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকতে হবে, ছোট বিষয়ে হোক কি বড় বিষয়ে হোক। একই সময় ধন ও ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় না। ধন-সম্পদ বুদ্ধির সাথে ব্যবহার করে মানুষের উপকার করব। ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসব। প্রিয় মানুষকে পরিত্যাগ করা যাবে না। ঈশ্বরের রাজ্যে সুখে বসবাস করার জন্য পৃথিবীর মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকব।

সাক্ষাৎকারের বাড়ির কাজ

তোমাকে একটি সাক্ষাৎকার নিতে হবে। কীভাবে সাক্ষাৎকার নিতে হয় শিক্ষক তা তোমাকে বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি কখনও টেলিভিশন বা কোথাও কারও সাক্ষাৎকার দেখেছো কি-না। তিনি তোমাকে তোমার কোনো একজন প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার নিতে বলবেন। ঐ প্রতিবেশীকে যে প্রশ্নটি করতে হবে তা হলো, “আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলুন যে কাজটি করতে যীশু আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।” তুমি যখন সাক্ষাৎকার নিবে তখন তার কথাগুলো খুব ভালো করে শুনো। সাথে সাথে খাতায় লিখে রেখো। তুমি যদি খাতায় না লিখো তাহলে পরে ভুলে যেতে পারো। তুমি তাকে প্রশ্ন করতে পার, নিজের কথা বলতে পারো, তবে তার কথাগুলো বেশি করে শুনো। তুমি যদি একাধিক প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার নিতে চাও, নিতে পারো।

তোমাকে কিন্তু ঐ উত্তরগুলো পরবর্তী সেশনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।

উপহার ১২-১৩

মূল্যবোধ থেকে করা একটি কাজ

তোমাদের জমাকৃত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেকে উপস্থাপন করবে। সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলোর প্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ ভাবনা তোমার আছে কি না শিক্ষক তা তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন হতে পারে তোমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে কোনো বিশেষ উপলব্ধি সবার সাথে share করতে পারো। তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর কোন বিশেষ উপলব্ধি share করো তাহলে খুব মজা হবে কারণ তুমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবে।

তোমার ও অন্যদের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কাজগুলোর একটি তালিকা শিক্ষক প্রস্তুত করবেন। শিক্ষার্থী সংখ্যা সাপেক্ষে এক বা একাধিক সেশনে ক্রমানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কাজগুলো এ তালিকায় উঠে আসবে। এবার একজন করে শিক্ষার্থীকে সামনে এসে এই তালিকা থেকে একটি করে কাজ বেছে নিতে বলবেন। তোমাকেও একটি কাজ বেছে নিতে হবে যা পরবর্তী সেশনের আগে তোমাকে সম্পাদন করতে হবে। যেমন সাক্ষাৎকার থেকে হয়তো উঠে আসতে পারে যে কোনো প্রতিবেশী দান করে কারণ যীশু তাকে দান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাহলে বোর্ডে লিখা হবে, “দান করা”। এভাবে বোর্ডে লেখা হতে পারে, “দান করা”, “ক্ষমা করা”, “অন্যকে সাহায্য করা”, প্রভৃতি। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককে এই কাজগুলো থেকে একটি করে কাজ বেছে নিতে হবে। তোমাদের করা কাজটির একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা বক্তৃতার মাধ্যমে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করতে হবে।

কাজটি করা

যে কাজটি তুমি পছন্দ করেছিলে সেটা যত্ন নিয়ে করো। চেষ্টা করো পুরো কাজটা নিজে করতে, একদম না পারলে কারও সাহায্য নাও। তুমি আবিষ্কার করবে ভালো কাজ করা দারুণ আনন্দের!

উপস্থাপন

শিক্ষক তোমাকে তোমার করা কাজটির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে বলবেন। গুছিয়ে সুন্দরভাবে তোমার অভিজ্ঞতাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব হলে তাতেও অংশগ্রহণ কোরো।

উপহার ১৪-১৫

মজার ছবি আঁকা

একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। অতঃপর, একটি প্রার্থনার প্রস্তুতি নাও। শিক্ষক তোমাদের হয়তো দলে ভাগ করে দিবেন এবং সামসঙ্গীত/গীতসংহিতা ১৩৬:১-৯ পদ প্রার্থনার অংশ হিসেবে ভক্তিসহকারে পড়তে বলবেন।

ভগবানের স্তবগান কর; কত না মঙ্গলময় তিনি!
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
দেবতার দেবতা যিনি, তাঁর স্তব কর;
তাঁর দয়া সে তো চিরকালেরই দয়া।
প্রভুর প্রভু যিনি, তাঁর স্তব কর;
তাঁর দয়া সে তো চিরকালেই দয়া।
একাই কত মহা অপরূপ কাজ করেছেন তিনি;
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
নভোমন্ডল গড়েছেন তিনি আপন প্রজ্ঞাবলে;
তাঁর দয়া সে তো চিরকালেরই দয়া।
জলরাশির বুকে তিনি প্রসারিত করেছেন এই স্থলভূমি;
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
তিনিই সৃষ্টি করেছেন মহাজ্যোতি সকল;
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
সূর্যকে তিনি করেছেন দিনের অধীশ;
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
চন্দ্র ও তারা-নক্ষত্রকে করেছেন রাত্রর অধীশ;
তাঁর দয়া, সে তো চিরকালেরই দয়া।
সামসঙ্গীত/গীতসংহিতা ১৩৬:১-৯

পদ পাঠ শেষে শিক্ষক বোর্ডে নিচের লাইনটি লিখে দিবেন।

"সেই নদীর দু'ধারেই জীবন-গাছ ছিলো। তাতে বারো রকমের ফল ধরে।"

শিক্ষক তোমাকে উপরের লাইনের আলোকে তোমার ইচ্ছামতো একটি ছবি আঁকতে বলবেন। তুমি ভেবে দেখোতো তোমার গ্রামের বাড়িতে কী কী গাছ আছে অথবা তোমার স্কুলের পথে চারপাশে কী কী গাছ তুমি

দেখতে পাও। তা নিয়েই একটি ছবি এঁকে ফেলো (নিচের বক্সটা ব্যবহার করতে পারো কিংবা আলাদা কাগজে; আলাদে কাগজ হলে ছবির নিচে নিজের নাম লিখতে ভুলো না)।

তুমি এই যে ফুল-ফল, বিভিন্ন গাছের ছবি কতো সুন্দর করে আঁকছো, ভেবে দেখো তো স্রষ্টা সত্যিকারের ফুল-ফল-গাছ-পৃথিবী সমস্ত কিছু কী সুন্দর করেই না সৃষ্টি করেছেন! আঁকা শেষে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ো।

উপহার ১৬-১৭

বীজ কতো চমৎকার!

শিক্ষক তোমার আঁকা ছবিতে একটি ছোট্ট বীজ এঁকে দিবেন। তুমি তোমার ইচ্ছামতো যেকোনো গাছের বীজ হিসেবে এই বীজটিকে কল্পনা করতে পারো। এখন ভাবো তো, এই বীজটা বড়ো হলে কী হবে, গাছটা দেখতে কেমন হবে, সেটায় কি কোনো ফুল-ফল ধরবে ▯ তুমি যা ইচ্ছা কল্পনা করতে পারো।

শিক্ষক তোমাকে আরও প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন:

- বীজের মধ্যে কী লুকানো আছে?
- বীজ কেনো ধীরে ধীরে গাছ হয়? টেনিস বল কেনো সময়ের সাথে ফুটবল হয়ে যায় না?
- ঈশ্বর কেনো গাছ সৃষ্টি করলেন?
- ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব কার?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি এখন একটু ভাবতে পারো। ভাবনাগুলো খাতায় লিখে রাখতে শুরু করো। শিক্ষক তোমার লেখা শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে পড়ে শোনাতে বলতে পারেন।

উপহার ১৮-২০

সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ

বীজ যেমন ভালোবাসা-যত্নে বেড়ে গাছ হয়, সৃষ্টির প্রতি সেই ভালোবাসা আমাদের মনে ধারণ করতে হয়। চলো, সৃষ্টির প্রতি কীভাবে সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করা যায় সে বিষয়ে একটু জানা যাক। তোমাদের শিক্ষকও এ বিষয়ে জানাবেন, মজার মজার গল্প শুনাবেন, এবং ছবিও দেখাতে পারেন। এখানেও বিষয়গুলো তোমরা চাইলে নিজে নিজে পড়তে পারো।

সব কিছুর উর্ধ্বে প্রথম এবং প্রধান কথা হলো সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। এই সকল কিছুর মধ্যে সৃষ্টিজগৎ যেমন আছে সৃষ্টিজগতের বাইরে যা কিছু কল্পনীয় এবং অকল্পনীয়, তাও আছে। ঈশ্বর এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং মানুষের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এ সকল কিছুর যত্ন নেওয়ার। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা। পবিত্র বাইবেল এ যীশু বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। চলো এরকম কয়েকটি গল্প জানি।
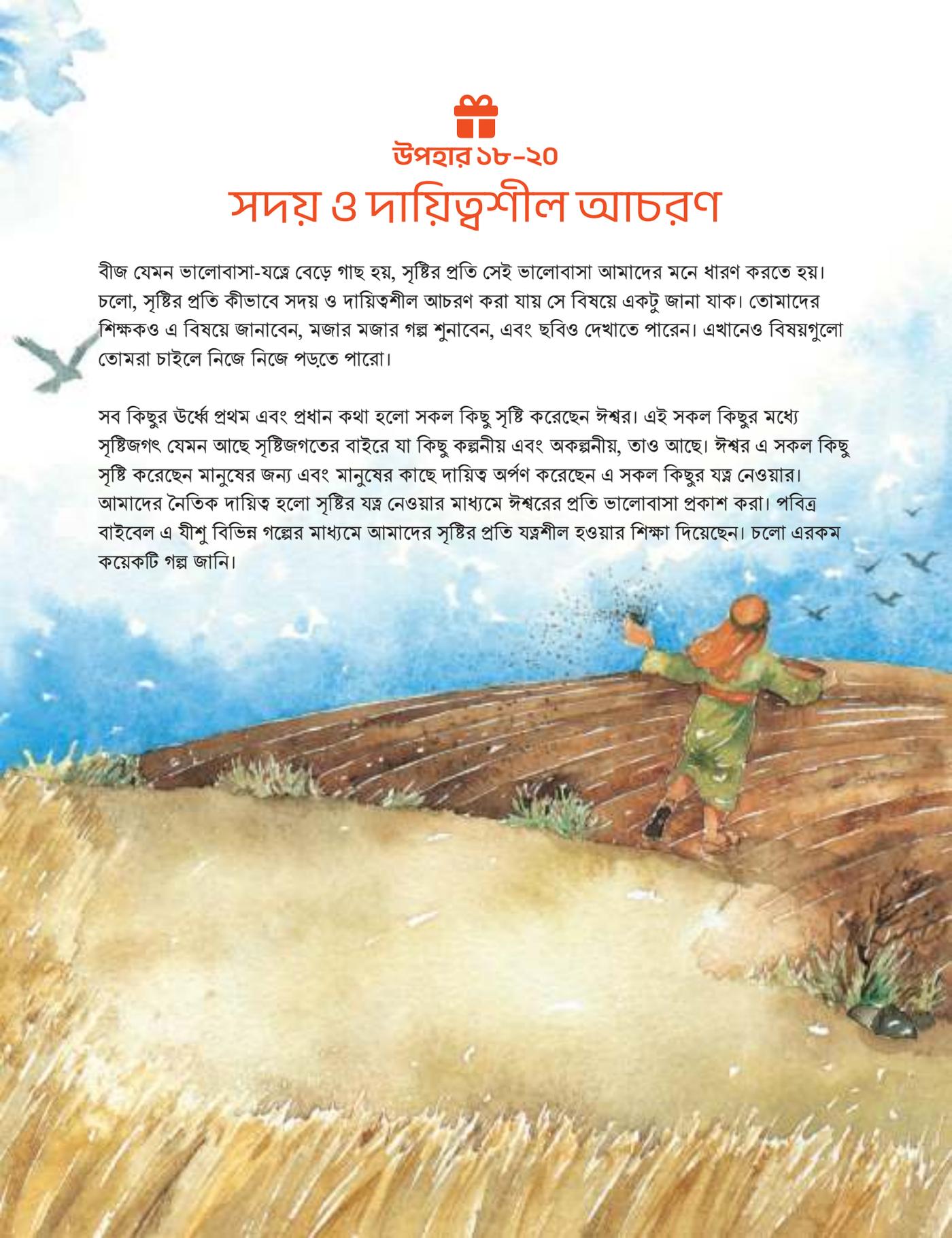
যীশু তাদের আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: "স্বর্গ-রাজ্য এমন একটা সর্ষে-দানার মত যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে লাগাল। সমস্ত বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়। ওটা এমন একটা বড় গাছ হয়ে ওঠে যে, পাখীরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।"

তিনি তাদের আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: "স্বর্গ-রাজ্য খামির মত। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে আঠারো কেজি ময়দার মধ্যে মিশাল। ফলে সমস্ত ময়দাই ফেঁপে উঠল।"

যীশু গল্পের মধ্য দিয়ে লোকদের এই সব শিক্ষা দিলেন। তিনি গল্প ছাড়া কোন শিক্ষাই তাদের দিতেন না। এটা হল যাতে নবীর মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়: শিক্ষা-ভরা উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমি মুখ খুলব; জগতের আরম্ভ থেকে যা যা লুকানো ছিলো, তা বলব।"

মথি ১৩:৩১-৩৫

পরে তিনি লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: "স্বর্গ-রাজ্য এমন একজন লোকের মত যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। পরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন সেই লোকের শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল। শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল।
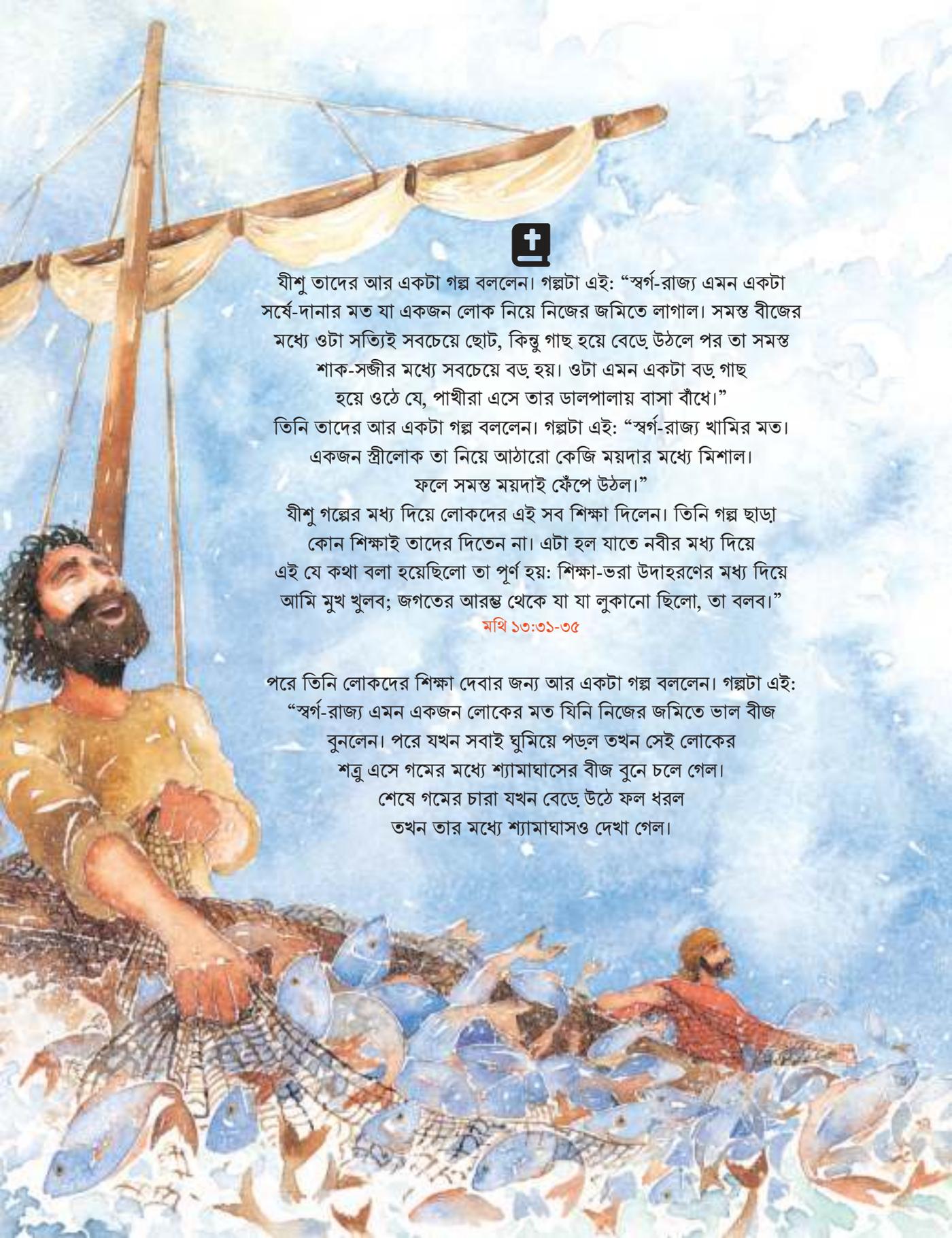
তা দেখে বাড়ীর দাসেরা এসে মনিবকে বলল, ‘আপনি কি জমিতে ভাল বীজ
বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে আসল?’
“তিনি তাদের বললেন, ‘কোন শত্রু এটা করেছে।’
“দাসেরা তাঁকে বলল, ‘তবে আমরা গিয়ে সেগুলো তুলে ফেলব কি?’
“তিনি বললেন, ‘না, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়তো ঘাসের সঙ্গে গমও
তুলে ফেলবে। ফসল কাটবার সময় পর্যন্ত ওগুলো একসংগে বাড়তে দাও। যারা ফসল
কাটে, আমি তখন তাদের বলব যেন তারা প্রথমে শ্যামাঘাসগুলো জড়ো করে পোড়াবার
জন্য আঁটি আঁটি করে বাঁধে, আর তার পরে গম আমার গোলায় জমা করে।”
মথি ১৩:২৪-৩০

তারপর সে কিছু বীজ উর্বর মাটিতে লাগিয়ে দিল। প্রচুর জলের ধারে উইলো গাছের মত
করে সে তা লাগিয়ে দিল। সেটা হল। সেটা গজিয়ে উঠে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া একটা লতা হল।
সেই লতার ডগাগুলো ঐ ঈগলের দিকে ফিরল, আর তার শিকড়গুলো রইল মাটির গভীরে।
এইভাবে সেই লতা বড় হল এবং তাতে পাতা সুদ্ধ অনেক ডগা বের হল।
কিন্তু সেখানে পালখে ঢাকা ডানাযুক্ত আর একটা বড় ঈগল ছিলো। সেই লতা জল পাবার
জন্য তার শিকড় ও ডগাগুলো সেখান থেকে সেই ঈগলের দিকে বাড়িয়ে দিল। প্রচুর
জলের পাশে ভাল মাটিতে তাকে লাগানো হয়েছিলো যাতে সে অনেক ডগা বের
করতে পারে, ফল ধরাতে পারে ও সুন্দর লতা হয়ে উঠতে পারে।
যিহিস্কেল: ১৭: ৫-৮

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বর জগৎ ও জীবনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুন্দর ও পবিত্র। তিনি শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে রয়েছে একটি পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা। তিনি সবকিছু নিপুনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ঈশ্বর অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে বৃহৎ বৃক্ষের রুপান্তর ঘটাতে পারেন, শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি

বানাতে পারেন, একপা-দুইপা হাঁটা শিশু থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানাতে পারেন। অগণিত সৃষ্টির বৈচিত্র্যপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম। আপাত দৃষ্টিতে কোনো কোনো সৃষ্টির ভূমিকা মন্দ প্রতীয়মান হলেও তারা প্রকৃতিতে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখছে এবং সেই ভূমিকা ঈশ্বরই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টিসমূহ তাঁর দেখানো পথে না চলে ভুল পথে চললে ঈশ্বর মনঃক্ষুণ্ণ হন। পবিত্র বাইবেল এ ভালো বীজ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের দেখানো পথে জীবনযাপন করে। আর শ্যামাঘাস/মন্দ বীজ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে না। স্রষ্টা তার সৃষ্টির মাধ্যমেই যেমন ভালো মানুষের সাহচর্যে ভুল পথে চলা মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আসার সুযোগ দেন। ঈশ্বরের প্রত্যাশা মানুষের ভালো কাজ যেনো আরও বৃদ্ধি পায়। এটা হয় যখন আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিগুলোর যত্ন নেই, সকল সৃষ্টির সাথে আমাদের সংযোগ অনুভব করতে পারি, এবং স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হই।

বাড়ির কাজ

তোমার শিক্ষক বাড়িতে করার জন্য তোমাকে একটি মজার কাজ দিবেন। কাজটি হতে পারে এরকম: তোমার নিজের বা প্রতিবেশীর কোনো pet-এর যত্ন নিবে। কাজটি কীভাবে করতে পারো তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। হতে পারে তুমি pet-টিকে গোসল করালে বা খাওয়ালে বা পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে। তবে তুমি চাইলে তোমার পছন্দমতো অন্য কোনো যত্নের কাজও করতে পারো। তবে এ কাজগুলো করার সময় তোমাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন অসুস্থ পশুর কাছে না যাওয়া, আঁচড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, এবং এমন পশুর যত্ন নেওয়া যার টিকাসমূহ হালনাগাদ আছে। পরবর্তী সেশনে তোমার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে। Pet-এর বিষয়ে তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সাহায্য লাগতে পারে। তাই তোমার বাবা-মা/অভিভাবককে নিচের লেখাটি দেখাও।

প্রিয় বাবা-মা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান/পোষ্যকে pet-এর উপর একটি বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে। তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন। যদি আপনার সন্তান/পোষ্যের কোনো অ্যালার্জি থাকে, বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যদি তোমার শ্রেণিকক্ষে projector-এর ব্যবস্থা থাকে তবে উপস্থাপনের দিন তুমি pen drive-এ ছবি নিয়ে আসতে পারো। চাইলে pen drive-এর বদলে শিক্ষককে তুমি ইমেলও করতে পারো। সেক্ষেত্রে তোমার শিক্ষকের ইমেল ঠিকানা জেনে নাও। Projector-এর সুবিধা না থাকলে যে পশুটির তোমরা যত্ন নিয়েছো তার একটি ছবি নিজে হাতে এঁকে ফেলো, ছবিটির নিচে তোমার পোষা প্রাণিটির নাম লিখো এবং ছবিটি শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাও।

উপহার ২১

পোষা প্রাণীর যত্ন

তুমি তোমার pet-এর প্রতি বা প্রতিবেশীর pet-এর প্রতি যেভাবে যত্ন নিয়েছো তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। যে pet-এর যত্ন নিয়েছো তার একটি ছবি তুলে তোমার শিক্ষকের কাছে জমা দিতে পারো। নতুবা নিচের বক্সে কিংবা আলাদা একটি কাগজে যত্ন করে এঁকে ফেলো। শিক্ষক তোমার পোষা প্রাণীর ছবি বোর্ডে লাগিয়ে দিতে পারেন বা সবাইকে দেখাতে পারেন।

অন্যরা যখন উপস্থাপন করবে তখন কিন্তু তুমি ভালো করে শুনবে। তোমার সহপাঠীদের কোনো যত্ন করার পদ্ধতি বা কাজ যদি ভালো লাগে তবে তোমার pet-এর প্রতিও সেভাবে যত্ন নিতে পারো।

প্রিয় শিক্ষার্থী,
এই বিশেষ সেশনগুলো চলাকালীন শিক্ষক তোমাকে কিছু activity'র মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমি হয়তো এমন জায়গায় ঘুরতে যাবে যেখানে দেখতে পাবে মানুষ সেবা ও উদারতা দিয়ে মরণাপন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে তুলছে এবং এসব ঘটনা দেখে তুমি বুঝতে পারবে আমরা কী পরম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিয়ে সবাই মিলে এই সমাজে, এই সুন্দর নীল পৃথিবীতে বসবাস করি! এই সেশনগুলো চায় তুমি ভিন্ন ধর্মের, মতের, বিশ্বাসের ও ধারণার মানুষের সাথে সহাবস্থানের সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে।

উপহার ২২-২৪

সবাই সেবা পাই

শিক্ষক তোমাকে তোমার সহপাঠিদের সাথে রক্তদান সেবাকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র/হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। যাওয়ার আগে বাবা-মায়ের/ অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন তাই তুমি বাবা-মা/অভিভাবকের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র যথাসময়ে শিক্ষকের হাতে জমা দাও।

শিক্ষকের কাছ থেকে এ field trip-এ যাওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝে নাও। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক সময়ে যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকবে। প্রয়োজনীয় পানি, কলম ও নোটবুক, যদি শীতকালে যাও শীতের জামা, ইত্যাদি নিয়ে রওনা হবে। যানবাহনে শান্ত থাকবে। যদি হেঁটে যেতে হয় তবে সাবধানে পথ চলতে ভুলো না।

যাত্রার আগে সবাই মিলে নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করতে পারো।

রক্তদান কেন্দ্র বা হাসপাতালে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থ মানুষ আসে। তাই এখানে সংগত কারণেই তোমরা সাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে নড়াচড়া করবে। সব কিছু মনোযোগ দিয়ে দেখো। ঐ দেখো, গেটের পাশে সেবা গ্রহণকারীদের তথ্য ও নাম নিবন্ধন করা হচ্ছে । লক্ষ কর যে যারা এসেছে প্রত্যেকেই চাহিদা মতো সেবা পাচ্ছে। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে না। তুমি কি অনুভব করতে পারছো যে, সেবাদানকারীগণ কতো আন্তরিক? দেখতে পাচ্ছো কি যে, খুব অসুস্থ রোগীদের অন্য কোনো বড় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে?

যদি তোমার মনে কিছু দাগ কেটে থাকে তবে নোটবুকে লিখে রাখো। কোনো কিছু দেখে তোমার কি মনে হয়েছে সেবাদানে পার্থক্য করা হচ্ছে? কাউকে ভালো সেবা দেওয়া হচ্ছে, বা কাউকে দেওয়া হচ্ছে না?

তোমার শিক্ষক বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললে তোমার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। তোমার বন্ধুকেও গুছিয়ে নিতে সাহায্য করো।

উপহার ২৫–২৬

আমরা সবাই

তুমি এবং তোমার বন্ধুরা যে গত সেশনে field trip-এ গিয়েছিলে তা কেমন লেগেছিলো? শিক্ষক তোমাকে তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। তোমার অনুভূতিগুলো গুছিয়ে ব্যক্ত করো।

শিক্ষক একটি পোস্টার কাগজে নিচের প্রশ্ন দুইটি লিখে দিতে পারেন। এবং তোমাদের দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বলতে পারেন।

প্রশ্নগুলো হলো:

- তোমরা কি দেখেছো যে কেউ এসেছে এবং তাকে সেবা দেওয়া হচ্ছে না?
- যা দেখেছো তা কেনো ঘটছে বলে তোমার মনে হয়?

আলোচনা করার সময় নিজের ভাবনা এবং কথাগুলো বলার পাশাপাশি দলের অন্যান্য শিক্ষার্থীর ভাবনা এবং কথাগুলোও মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় শেষে তোমাদের কাউকে সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনার সারমর্ম বলতে বললে দাঁড়িয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। আর তোমার বন্ধু যদি উপস্থাপন করে তবে মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে। শিক্ষক আলোচনা শেষে তোমাকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি পোস্টার দেখাবেন। পোস্টারটা পাশের পৃষ্ঠায়ও দেখতে পাবে। পোস্টারটি তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখো। কথাগুলো লক্ষ করো:

বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিষ্টান
বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই বাঙালি

১৯৭১ সালে এই পোস্টারটি এঁকেছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী। জানো কি মুক্তিযুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে এ কথাগুলো মানুষের মনে অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

বাড়ির কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাকে একটি বাড়ির কাজ দিবেন যেখানে তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিবে। তোমার চারপাশে তাই একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করবে। হতে পারে তিনি তোমার আত্মীয় বা প্রতিবেশী। হতে পারে তিনি অন্য কেউ। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের এই দেশটা যুদ্ধ করে এনে দিয়েছেন। তাই অনেক ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলবে।

বাংলার হিন্দু
বাংলার খৃষ্টান
বাংলার বৌদ্ধ
বাংলার মুসলমান

আমরা সবাই
বাঙালী

কথোপকথনে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারো।

- দাদু/দিদা বা অন্য কোনো সম্বোধন, তুমি কেনো যুদ্ধে গিয়েছিলে?
- ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ তোমরা সবাই যুদ্ধে গিয়েছিলে?
- তখন কি তোমরা সব ধর্মের মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলে?

সাক্ষাৎকারটি তুমি লিখিত আকারে পরবর্তী সেশনে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।

তোমার দেখা মুক্তিযোদ্ধা

তুমি জানো অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের এই বাংলাদেশ দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার শেষে ঘরে ফিরে যে মহান মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার তুমি নিয়েছো তার একটা ছবি নিচের বক্সে এঁকে ফেলো (এই ধরনের ছবিকে portrait বলে)।

তোমার নেওয়া মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকারটি লিখিত আকারে শিক্ষকের কাছে জমা দাও। শিক্ষক তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলার সময় তোমার অনুভূতি কেমন হয়েছিলো?

এবার শিক্ষক তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে পোস্টার কাগজ দিবেন যাতে নিজের মনের মতো করে একটি পোস্টার তুমি আঁকবে। তিনটি বিষয়ের আলোকে তুমি পোস্টারটি আঁকবে: তোমাকে শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের যে পোস্টারটি দেখিয়েছিলেন, আগের সেশনে দলগত আলোচনা যা করেছিলে এবং মুক্তিযোদ্ধার সাথে তোমার যা কথোপকথন হয়েছিলো।

এই কাজ শেষে শিক্ষক তোমার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন তুমি কোন্ ভাবনা থেকে তোমার পোস্টারটি বানিয়েছো? কোন্ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছো? তোমার নেওয়া সাক্ষাৎকারের সাথে এ পোস্টারের কী সংযোগ আছে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু তোমার জানা। একটু গুছিয়ে শিক্ষককে জানাও।

উপহার ২৯-৩৩

খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান

সহাবস্থান বিষয়টি কী তোমাকে বলেছিলাম। সহাবস্থান মানে হলো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব আর আনন্দ নিয়ে ভিন্ন মতের ভিন্ন বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে পারা। আমাদের দেশে খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও আর যে ধর্মের মানুষ আমরা দেখতে পাই সেগুলো হলো ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, এবং বৌদ্ধ ধর্ম। এছাড়াও আমাদের পৃথিবীতে আরও অনেক অনেক ধর্মের মানুষ বসবাস করে। সবার সাথে হেসে-খেলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকাকে, অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়াকে আমরা খুব গুরুত্ব দেই। সকল ধর্মই এ বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দেয়।

এখন চলো জানি খ্রীষ্টধর্মে এই সহাবস্থান নিয়ে কী কথা বলা হয়েছে। এ কথাগুলো তোমার শিক্ষক কয়েকটি সেশন ধরে বক্তৃতা এবং আরও কোনো কাজের মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরবেন।

পবিত্র বাইবেল যিহোশূয় ২৪:১৫ পদে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা লেখা হয়েছে। "কিন্তু সদাপ্রভুর সেবা করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার সেবা তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও...।" ঈশ্বর ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে ধর্মীয় সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সহনশীলতার কথা হয়েছে। পবিত্র বাইবেল রোমীয় ১২:১৭-১৮ পদে লেখা আছে, "মন্দের বদলে কারও মন্দ কোর না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভাল সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস করো।"

পবিত্র বাইবেল লূক ১০:২৭ পদে লেখা আছে, "... তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।" এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালোবাসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসতে হবে। যোহন ৪:৭ পদে লেখা আছে, "প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন একে অন্যকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যাদের অন্তরে ভালবাসা আছে, ঈশ্বর থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে এবং তারা ঈশ্বরকে জানে।" যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে নিজেকে দাবী করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। যীশু সামাজিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের কথা বলেছেন। পবিত্র বাইবেল যোহন ১৩:৩৪ পদে যীশু বলেছেন, "একটা নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি □ তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো।" একে অন্যকে ভালোবাসা যীশুর আজ্ঞা। যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁর শিক্ষা এই, আমরাও যেন অন্য মানুষকে ভালোবাসি ও তাদের সম্মান করি। যীশু অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁর প্রেম দেখিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণিভেদে সকল মানুষকে তিনি সম্মান ও মূল্য দিয়েছেন। তাঁর নিজের গোত্রের মানুষ যিহুদীরা অন্যান্য সব ধর্ম ও গোত্রের

মানুষদের তুচ্ছ করতো, তাদের তারা অধার্মিক মনে করতো। বিশেষ করে শমরীয় জাতির লোকদের তারা তুচ্ছ বা ঘৃনা করতো। যিহুদীরা তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা করত না; এমনকি তারা শমরীয়দের বাসভূমি দিয়ে চলাচল পর্যন্ত করতো না। কিন্তু যীশু ছিলেন এসবের উপরে। বাইবেলে যোহন লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে, যীশু একবার সেই অঞ্চলে গেলেন। এমন কি তিনি সেখানে গিয়ে একজন শমরীয় নারীর কাছে পিপাসা মিটানোর জন্য জল চাইলেন। সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে যীশু সেদিন পিপাসা মেটানোর জন্য জল চাইতে দ্বিধা করেননি।

সুসমাচার লুক ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাই সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন বাধার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে। এটা অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশের একটি চমৎকার উপমা (প্রতিবেশী বিষয়ক সেশনগুলোতেও এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। দৃষ্টান্তটি সংক্ষেপে এরূপ: যেরূশালেম থেকে যিরীহো শহরে যাবার সময়ে একজন যিহুদীকে একদল দস্যু অনেক প্রহার করে আধমরা অবস্থায় পথের পাশে ফেলে চলে যায়। পরে ঐপথ দিয়ে একজন যাজক এবং তারপরে একজন লেবীয় (যাজকীয় কাজে সাহায্যকারী লোক) নিজ নিজ কাজে চলে গেল। তারা কেউই সেই বিপদগ্রস্থ লোকটির সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। পরে ঐ পথ দিয়ে একজন শমরীয় ব্যক্তি (যে ছিলো অযিহুদী ও যিহুদীদের দৃষ্টিতে বিধর্মী) যাচ্ছিলেন। তিনি পথের পাশে পড়ে থাকা ঐ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে দেখে তাকে সমস্ত প্রকারের সাহায্য করলেন, তার চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করলেন। তিনি তাকে একটা পান্থশালায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঈশ্বরের আজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে মহৎ আজ্ঞা কী? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছেন, “সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারি আদেশ হলো, ‘তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।’ তার পরের দরকারি আদেশটা প্রথমটারই মতো: ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।’ খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত শিক্ষা এই দুইটি আদেশের উপরেই নির্ভর করে আছে।” (মথি ২২:৩৭-৪০, মার্ক ১২:২৯-৩১, লুক ১০:২৭)। সাধু লুকের সুসমাচারে যীশুর বলা গল্পটিতে সেই শমরীয় ব্যক্তিই হয়েছিলেন আহত লোকটির কাছে প্রকৃত প্রতিবেশী।

যীশু খ্রীষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শিক্ষা দেন যেন জাতি, গোত্র, ধর্ম, সম্পদ, সামাজিক পদমর্যাদা, ইত্যাদির কথা বিবেচনা না করে সকল মানুষকে সন্মান করি, সকলের মধ্যেই যে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ আছে বা থাকতে পারে সে কথা যেন মনে রাখি। প্রত্যেকের ন্যায্য ও মানবীয় অধিকারকে সম্মান করা আমাদের এক পবিত্র দায়িত্ব। শত রকমের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোন বিকল্প আজ পৃথিবীতে নেই।

পবিত্র বাইবেল এ যীশু খ্রীষ্টের অনেকগুলি উপাধির মধ্যে একটি হল “শান্তিরাজ”। মানুষে মানুষে শান্তি ও প্রেম ছিলো তাঁর জীবনের বড় এক লক্ষ্য। প্রেরিত পৌলের এ কথাগুলো আমাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারে: “শেষে বলি, ভাইয়েরা, যা সত্যি, যা উপযুক্ত, যা সৎ, যা খাঁটি, যা সুন্দর, যা সম্মান পাবার যোগ্য, মোট

কথা যা ভাল এবং প্রশংসার যোগ্য, সেই দিকে তোমরা মন দাও। তোমরা আমার কাছে যা শিখেছ ও ভাল বলে গ্রহণ করেছ এবং আমার মধ্যে যা দেখেছ ও আমার মুখে যা শুনেছ, তা-ই নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখ। তাতে শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।” (ফিলিপীয় ৪:৮-৯)। তাই আমরা খ্রীষ্টের প্রদর্শিত পথে চলে একটা সুন্দর ও শান্তির সমাজ তৈরীর কাজে অবদান রাখবো।

অন্যান্য ধর্মেও এই সহাবস্থানের কথা বারবার বলা হয়েছে। তোমার শিক্ষক এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলে তুমি আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব

শিক্ষক তোমাকে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান উৎসব কী তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আরও জিজ্ঞেস করতে পারেন অন্য ধর্মের প্রধান প্রধান কোনো উৎসবের নাম তুমি জানো কি-না। তুমি যদি কখনও তোমার অন্য ধর্মের বন্ধুদের সাথে তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করে থাকো তবে তোমার শিক্ষককে জানাতে পারো। তোমার শিক্ষক নিচের তালিকাটি দেখাবেন যেখানে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রধান উৎসবগুলো কী কী তা লেখা আছে।

ইসলাম ধর্ম	হিন্দুধর্ম	বৌদ্ধধর্ম
	প্রধান ধর্মীয় উৎসব	
ঈদ □ ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহা	দুর্গাপূজা	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)
সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।	সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় ঘুরতে যায়।

লক্ষ করো, তুমি যেমন বড়দিনে (ক্রিসমাস) নতুন জামা পরো, মজার মজার খাবার খাও, প্রতিবেশি-বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাও, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের বন্ধুরাও তাদের উৎসবের দিন একই কাজগুলো করে। আসলে কী জানো, সকল ধর্মের উৎসবের আনন্দের মধ্যে দারুণ মিল আছে।

তুমি সহাবস্থান সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছো। এবার প্রস্তুতি নাও পরবর্তী সেশনে তোমার এই ধারণা তুমি কীভাবে অন্য একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবে।

উপহার ৩৪-৩৬

সবাই মিলে থাকি

তুমি গত সেশনগুলোতে সহাবস্থান সম্পর্কে যা জেনেছ অন্য একটি শ্রেণিতে তা উপস্থাপন করবে। তুমি চাইলে পোস্টার বা অন্যান্য উপকরণ এবং দক্ষ হলে audiovisual material/multimedia ব্যবহার করতে পারো। সাহস হারিয়ো না। শিক্ষক এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন। তিনি তোমাকে উপস্থাপন কৌশল মানে তুমি কীভাবে উপস্থাপন করবে তা বলে দিবেন।

নির্দিষ্ট দিনে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করবে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে তোমার উপস্থাপন সবার সামনে তুলে ধরবে। তোমার আগে তোমার বন্ধু উপস্থাপন করলে মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে। উপস্থাপন শেষে অন্য শ্রেণির যে শিক্ষার্থীদের সামনে তুমি উপস্থাপন করছো তাদের তোমার উপস্থাপন নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কি-না জিজ্ঞেস কোরো। তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে যত্ন নিয়ে উত্তর দাও। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকলে শিক্ষকের সাহায্য নাও।

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্য রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট্/ক্রাইস্ট্)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টধর্ম	Christianity (ক্রিস্টিঅ্যানাটি/ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্চান্/ক্রিশ্চিয়ান্/ক্রিস্টিয়্যান্)
খ্রীষ্টাব্দ	খ্রিষ্টাব্দ	Christian Era (ক্রিস্চান্/ক্রিশ্চিয়ান্ ইরা/এরা)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
গালীল	গালিল	Galilee (গ্যালিলী/গ্যালেলী)
জেরোম	যেরোম	Jerome (যেরোম্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
মেসোপতেমিয়া	মেসোপটেমিয়া	Mesopotamia (মেসোপটেমিয়া/মেসোপঠেইমিয়া)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্/যেরুশালেম্)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (য়ু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লূক	লুক	Luke (লুক্)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান/সাম্যারিটান্)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ শ্রেণি

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলো।

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য